উচ্ছৃঙ্খল।



ঢাকা—উয়ারি, ইষ্ট এণ্ড হাউসে অভিনীত।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী প্রণীত।

প্রকাশক—

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাশ গুপ্ত,

'নিকুঞ্জ-কুটীর', পোঃ উয়ারি, ঢাক

১৩৩৪

মূল্য ৷৷৹ আট আনা মাত্র

Printed by
R. B. CHAKRABARTY
at the Radharani Press, Tikatuly, Dacca.

উচ্ছৃঙ্খলকে দিলাম।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

সুললিত	...	...	...
নীহার রঞ্জন	...	...	...
কালীকিঙ্কর	...	কলিকাতার বৃদ্ধ উকিল	
বিনোদ	...	ঐ পুত্র—উকিল	
অবনী	...	ঐ কেরাণী	
বিলাস চন্দ্র	...	...	...
অতুল	...	...	ভৃত্য

ভৃত্য ইত্যাদি।

স্ত্রীলোক।

লতিকা	...	সুললিতের বোন্	
প্রফুল্লবালা	ক্ষুদ্র সহরের এক ধাত্রীর মেয়ে		
সুভাষিণী	...	...	...
রেবা	...	...	ঐ মেয়ে
বামা	...	...	ঝি

প্রথম রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ।

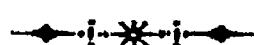
পুরুষগণ।

সুললিত	...	শ্রীমতী রাণী সুন্দরী
নিহার রঞ্জন	...	,, হেমন্ত কুমারী
কালীকিঙ্কর	...	শ্রীফটিকচন্দ্র দত্ত
বিনোদ	...	শ্রীমতী শরৎকুমারী (ভুবি)
অবনী	...	শ্রীপুলিনবিহারী বসু
বিলাস চন্দ্র	...	শ্রীহরিচরণ দত্ত
অতুল	...	শ্রীনিত্যানন্দ দাস

স্ত্রীলোকগণ।

লতিকা	...	শ্রীমতী মলিনা
প্রফুল্লবালা	...	
সুভাষিণী	...	,, গিরিবালা
রেবা	...	,, প্রফুল্লকুমারী (ভুতি)
বামা	...	,, সুরবালা

উচ্ছৃঙ্খলা



প্রথম অঙ্ক।

দৃশ্য—কালীকিঙ্করের বাড়ীর একটী কক্ষ। বাড়ীটি পুরাতন—তার আসবাব পত্রের মধ্যেও প্রাচীনতার চিহ্ন বর্ত্তমান। বিনোদ টেবিলে কি লিখিতেছে। তার বয়স প্রায় ত্রিশ; মলিন ফ্যাকাশে চেহারা, মুখভঙ্গীও চাঁপা ঠোঁট—চিন্তাশীলতা ও চিত্তের দৃঢ়তাব্যঞ্জক। দরজায় ঘা পড়িল, কিন্তু সে সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া লিখিয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধ কেরাণী অবনী এক টুক্‌রা কাগজ আনিয়া সাম্‌নে রাখিল।

বিনোদ। (পড়িল) বিলাস বাবু।

অবনী। হাঁ, বাইরে বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষা কর্‌ছেন।

বিনোদ। তা, বাবাকে ভিতরে খবর দিয়ে দিন।

অবনী। তা দিতুম, কিন্তু সকালবেলার ঐ ব্যাপারটাতে তিনি এমনি মুষ্‌ড়ে পড়েছেন যে বিয়েটা না হয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি আর কারো সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাচ্ছেন না।

অবনী। (মোকদ্দমার একতাড়া কাগজ পত্র বিনোদের হাতে দিয়া) এই বিলাস বাবুর কাগজ পত্র। ওঃ, ভুলে গেছলুম্ নীহার রঞ্জন বাবু এসেছিলেন, ঠিক সময়ে বিয়েতে উপস্থিত হতে আপনাকে মনে করিয়ে দিতে বার বার বলে গেলেন।

বিনোদ। তা এসেছিলেন না কি? বেশ!

অবনী। আপনি এখনো লিখ্ছেন, তাই মনে করিয়ে দিলুম।

বিনোদ। বিলাস বাবু তো অপেক্ষা করে আছেন। আমি এই কাগজগুলো শেষ না করে উঠ্বনা, এখানেই তাঁকে নিয়ে আসুন।

(অবনী নিষ্ক্রান্ত)

যেতে পারব না, লতিকার বিয়েতে আমি যেতে পারব না।

(অবনী বিলাস বাবুকে নিয়া প্রবেশ করিল; বিলাস বাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ হইবে; পোষাক পরিচ্ছদ ফুল বাবুর মত, চেহারায় উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ আছে।)

বিলাস। কেমন আছেন, বিনোদ বাবু?

বিনোদ। (উঠিয়া) ভালো; আসুন, বসুন।

বিলাস। আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না, কিন্তু

আমার সরকার খবরের কাগজে দেখ্‌লে—এ সব সেই পড়ে, আমি দেখি টেখি না—দেখলে যে আমার সেই মোকদ্দমার রায় হয়ে গেছে।

বিনোদ। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। অ্যাপিল্যাণ্ট—

বিলাস। অ্যাপিল্যাণ্ট। দাঁড়ান—অ্যাপিল্যাণ্ট হলো সে। আমাকে কি বলে তারা—রেস্‌পন্‌ডেণ্ট, তাই নয় কি ?

বিনোদ। হাঁ, রেস্‌পন্‌ডেণ্টই বলে, (চাপা গলায়) আরো কত কিছুই বলে।

বিলাস। ভারি মুস্কিল ! এ রকম মোকদ্দমায় আমি কত কিছুই হলুম, কিন্তু কখনো অ্যাপিল্যাণ্ট হতে পারলুম না। কি রায় দিয়েছে ? আমি সম্পূর্ণ মুক্ত তো ?

বিনোদ। হাঁ, তবে তাকে মাসে মাসে পাঁচিশ টাকা করে দুবছর খোরপোষ দিতে হবে।

বিলাস। তবু ভালো—আজীবন যে নয়। যাক্‌ ! এই বেলা একটা বিয়ে করে ফেল্‌তে পারি বোধ হয় ?

বিনোদ। আপনি নিজে সমীচীন বোধ করলে পারেন বৈ কি।

বিলাস। আপনি কি তাহলে অসমীচীন বোধ করছেন ?

বিনোদ। আপনি আমাকে আপনার উকীল স্বরূপে যদি এ কথার উত্তর দিতে বলেন তাহলে বলব—না। মানুষের বিয়ে করবার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার ধারণাটা একটু অদ্ভুত তা হয়ত বল্‌তেই হবে।

বিলাস। তাই নাকি! আমি কিন্তু মানুষের অবিবাহিত অবস্থাটাই তার বিয়ে করবার একমাত্র যোগ্যতা বলে মনে করি, আপনার মত সেরূপ নয় ?

বিনোদ। আমার মনের খাঁটি কথাটী বল্‌ব, বিলাস বাবু ?

বিলাস। বলুন।

বিনোদ। তাহলে আপনার অনুমতি নিয়েই বলছি যে ব্যক্তি কোনো সৎস্বভাবা মেয়ে এইটুকু জেনে বিয়ে করে, যে তার নিজের অতীত জীবন সেই মেয়েটীর অতীত জীবনের মত নিষ্কলঙ্ক নয়, সে তার স্ত্রীর প্রতি ঘোরতর অবিচার করে এবং নিজেও বোকা বনে।

বিলাস। অবিচার করার কথাটা হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন মনের ব্যাপার। কিন্তু লোকটা যে বোকা বনে কি করে বুঝলুম না !

বিনোদ। এরূপ স্বামীকে শ্রদ্ধা করার প্রয়োজন যে কত স্বল্প, এ কথাটা যে একদিন না একদিন জান্‌তেই পারবে তার সঙ্গে নিজকে জুড়ে দেওয়ার মত বোকামি আর কি আছে!

বিলাস। বিনোদ বাবু, আপনি যে স্ত্রী আর পুরুষ সমান মনে কর্চ্ছেন! বালিকা কিশোরী এবং যুবতীর আজীবন ধারাবাহিক পূত ইতিহাসের রেখাটী সমাজের স্বাস্থ্য এবং সুখের পক্ষে খুবই দরকার, কিন্তু জানেন না পুরুষের বেলায় যে বিবাহই হয়েছে তার বিগত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সমাধি!

বিনোদ। না, এ আমার ধারণার অতীত।

বিলাস। বাস্তবিক আপনি—

বিনোদ। অতীতকে সমাধিস্থ করা চলে না—একদিন সমাধি বিদীর্ণ করে ফুটে বেরিয়ে পড়বার তার একটা বিশ্রী স্বভাব আছে!

বিলাস। তখনও অতীতের ছায়া নিয়ে থাকাটাই হয়েছে পৃথিবীর বড় সুখ। ওঃ! বেলা পড়ে এল যে। (ঘড়ী বাহির করিল) যাই—চিঠিপত্র দেবার দরকার হলে, আমার চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত এলাহাবাদের ঠিকানাই দেবেন।

বিনোদ। এখন পশ্চিমে যাচ্ছেন!

বিলাস। না গিয়ে উপায় কি। এই মোকদ্দমার পর সমাজে মেলা মেশার অব্যাহত স্রোতটী রক্ষা করা কিছু দিনের জন্যে একটু মুস্কিল হয়ে পড়েছে, কাজেই কয়েক মাস পশ্চিমে শান্তিতে কাটিয়ে আস্‌ব ভাব্‌ছি—নির্জ্জনে বসে একটা সামাজিক উপন্যাস লিখে ফেলা যাবে।

বিনোদ। সামাজিক উপন্যাস!

বিলাস। হাঁ, যার চরিত্র গৌরব একটু ম্লান হয়ে পড়েছে; এ ছাড়া তার আর অন্য গতি নাই। যাই এখন, বিনোদ বাবু!

বিনোদ। আসুন, এই দিকে আসুন। (বিনোদ উঠিয়া দরজা খুলিল)

বিলাস। একটা কথা জিজ্ঞেস্ করছি, মাপ করবেন। আমি ভিতরে ঢুকবার সময় নীহাররঞ্জন বাবু যেন আপনার আপিস ঘরে ঢুক্‌লেন দেখ্‌লুম?

বিনোদ। হাঁ, তাঁর আসবার কথা আছে। তাঁকে কি আপনি জানেন?

বিলাস। জানি কি রকম! একেবারে হরিহরাত্মা যে আমরা দুজনে!

বিনোদ। হরিহরাত্মা? আপনি আর নীহার বাবু! তা হলে এ খবরটী নিশ্চয় জানেন যে আজ্‌কেই তাঁর বিয়ে হতে যাচ্ছে?

বিলাস। বিয়ে! ঠাট্টা কর্‌ছেন নাকি মশায়?

বিনোন। ঠাট্টা নয়, খাঁটি সত্য কথা। সেখানে যাবার আমার নিমন্ত্রণও রয়েছে।

বিলাস। আপনার! হাঁ হাঁ! বেশ, বেশ, চমৎকার!

বিনোদ। নীহার বাবুর বিয়ের কথা শুনে আপনার এতটা কৌতুকের উদয় হল কেন বুঝ্‌ছি না।

বিলাস। আমি তার বিয়ে করার কথায় হাস্‌ছি না, বিনোদ বাবু—হাস্‌ছি আমি আপনার মত ব্রাহ্ম সমাজের মূর্ত্তিমান নীতিটি যে নীহার বাবুর অবিবাহিত দিনগুলোকে এবং রাত্রিগুলোকে ও অতীতের সমাধিতে পূরবার সাহায্য করতে যাচ্ছেন, তাই দেখে।

বিনোদ। তা হলে আপ্‌নি বল্‌তে যাচ্ছেন যে আমার মাপ কাটিতে কোনো সৎস্বভাবা মেয়ের উপযুক্ত স্বামী তিনি নন্‌?

বিলাস্‌। সংসারের দশ জনের মত কথা বলুন,

বিনোদ বাবু, নীহার তো বেশ লোক, ঠিক আমারি মতন। মেয়েটী কে জান্‌তে পারি কি ?

বিনোদ। লতিকা নাগ—পিতৃমাতৃহীনা, আমার পিতার এক বন্ধুর মেয়ে—বেথুন কলেজ থেকে আই-এ পাশ করেছে।

বিলাস। টাকা পয়সা ?

বিনোদ। লতিকা যদি কপর্দ্দকশূন্যাও হতেন, তবু তাঁকে অসামান্য ধনসম্পত্তির অধিকারিণী বল্‌তুম ! দেখ্‌তে তিনি যেমন সুন্দর, স্বভাবটীও তাঁর তেমনি।

বিলাস। খুব উৎসাহ যে দেখ্‌ছি !

বিনোদ। একটুও বাড়িয়ে বলিনি। (অর্দ্ধ আত্ম-গতভাবে) প্রথম যখন তাকে দেখ্‌লুম, তখনই আমার এ মনে হয়েছিল। বোর্ডিংয়ের বাগানে বেড়াচ্ছিল, আমি অদূরে একটা দেবদারু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলুম, সেই দিকে না তাকিয়ে পারিনি, আর আমার বেশ মনে আছে, প্রথম তার সঙ্গে কথা বল্‌তে কেমন থতমত খেয়ে গেছিলুম, কারণ বাস্তবিক কোনো কোনো মেয়ে যেন ঠিক দেবীর মতন—বড় গলায় তাদের সাম্‌নে কথা বলা চলে না। সে তো মাত্র দু মাসের কথা, আর আজ—। যদি অন্যায় করতে

প্রবৃত্ত হয়ে থাকিতো ভগবান আমাদিগকে ক্ষমা করুন।

বিলাস। (আত্মগত ভাবে) মেয়েটার সাথে এই মূর্ত্তিমান নীতিশাস্ত্রটী নিজেই যদি না প্রেমে পড়ে থাকে তো আর কি বল্লুম!

(অবনীর প্রবেশ)

বিনোদ। নীহার বাবু এসেছেন?

অবনী। হাঁ।

বিলাস। নীহার।

নীহার। (বাহির হইতে) এ কি! বিলাস যে!

(অবনী সরিয়া গেল ও নীহার প্রবেশ করিল। তার মুখাকৃতি সুন্দর, তাতে একটা প্রফুল্ল সপ্রতিভ ভাব আছে। বয়স ত্রিশের বেশী দেখা যায় না। কিন্তু মুখে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ছাপ আছে। পোষাকপরিচ্ছদ ব্রাহ্ম যুবক বরের যেমন হওয়া উচিত তেমনি)

নীহার। সুখের কথা! আইন তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছে।

বিলাস। হাঁ, একজনকে মুক্ত করেছে, অন্যজনকে আজকে গোধূলি লগ্নেই বাঁধবার চেষ্টা করছে।

নীহার। তুমি সব জান্‌তে পেরেছ দেখছি।

বিলাস। বিনোদ বাবু যথাসম্ভব মোলায়েম করে খবরটি আমার কাছে উপস্থিত করেছেন।

নীহার। (বিনোদের পিঠ চাপড়াইয়া) বেশ করেছেন বিনোদ বাবু! খুব বিস্মিত হয়ে গেছ কি বিলাস?

বিলাস। ভয়ঙ্কর! তুমি হীরা বাইয়ের অঞ্চলের ঘায়ে আমাকে ভূপতিত করলেও এর চেয়ে বেশী বিস্মিত হতুম না!

নীহার। চুপ কর এখন! সে খেলা শেষ হয়ে গেছে, কাজেই তার স্মৃতিও সব মুছে যাক্।

বিলাস। ততদূর বিশ্বাস করতে পার নীহার। তোমার এই অন্তরঙ্গ বন্ধুর জীবন স্মৃতি প্রকাশের ভার তুমি নির্ভয়ে নিতে পার।

নীহার। তা হলে তুমি মনে রেখো শুধু এইটুকু যে আমি কোনো কালে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, পড়তাম, কিন্তু পাশ করতে পারিনি।

বিলাস। হাঁ, তা বেশ মনে আছে।

নীহার। আর এইটুকু যে বাল্যকাল থেকেই মেয়েদের সামনে আমি একেবারে লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়তুম।

বিলাস। ব্যাস্, এই টুকু! আমারো যখন ভবিষ্যতে বিয়ে করবার সময় হবে তখন তোমারও এর বেশী মনে রাখ্‌তে হবে না এই টুকু মনে রেখো।

নীহার। বেশ, সেই কথাই রইল। আমি—(চোখের উপর হাত রাখিয়া অস্বস্তিসূচক শব্দ করিল) ওঃ!

বিলাস। কি হলো? তোমার কি কোনো অসুখ করেছে?

নীহার। না, দাঁড়াও বল্‌ছি। কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পরিচিত এবং পরিচিতাদেরও মজ্‌লিস্ বসেছিল, আমাকে বিদায় দিতে। (চেয়ারে হেলান দিয়ে কোনো রকমে স্থির হইয়া) তাতে খুব এক চোট গেলাসের পর গেলাস পার হয়েছে বুঝ্‌লে কি না? সকলে দুঃখ করছিল আমাকে আর দেখ্‌তে পাবে না—ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় সেই মজলিশেই তাদের দেখা বন্ধ হয়ে গেল। একটু জল—(তার মাথা চেয়ারে একদিকে খুব বেশী হেলিয়া পড়িল, সব শরীর এলাইয়া পড়িল, বিনোদ এক গ্লাস জল আনিয়া তাকে দিল)

বিনোদ। এই নিন্।

নীহার। (জল খাইয়া) সেরে গেছে। আমার চেহারাটা কি খুব ফ্যাঁকাশে হয়ে গেছিল ?

বিলাস। ভাগ্যিস্ নববঁধূর সামনে এই অবস্থাটা হয়নি।

নীহার। দালান কোঠা যে মাঝে মাঝে চারদিকে ঘুরতে থাকে, সৌভাগ্যক্রমে নববঁধূটির সেই অভিজ্ঞতা নেই !

বিলাস। তাঁর তা না থাকতে পারে কিন্তু আত্মীয় স্বজনদের এ সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে একটু বেশী সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা অসম্ভব নয় !

নীহার। সৌভাগ্যের বিষয় সে সব আপদ বালাই নেই। লতিকা পিতৃমাতৃহীনা, আমিও তদ্রূপ। আমার তো কেউ নেই, তবু তার একটা ভাই আছে। সেটা তো ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। (বাকি জলটুকু চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিয়া কাঁপিতে লাগিল)।

বিলাস। পরিচয়টা কোথায় হলো হে ?

নীহার। কলেজ থেকে বেরুল যেই।

বিলাস। চমৎকার ! কিন্তু কি করে।—

নীহার। কি করে—আমি প্রণালীটি বলে দিচ্ছি।

এই ধরনা, মাছ ধরবার জন্যে ছিপ হাতে মফঃস্বলে চলে যাও।

বিলাস। সে তো অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু বর্শিতে মাছই লেগেছে, কিন্তু মানবী তো লাগে নি!

নীহার। আরে ধৈর্য্য চাই হে। বর্শিতে মাছই হোক আর মানবীই হোক্, লাগাতে সময় লাগে। তারপর ল্যাজে খেলিয়ে ডাঙ্গায় তোলা, সেও কম কথা নয়!

বিলাস। ডাঙ্গায় তুলতে তো চাইনি—খেলেই সুখ পেয়েছি!

নীহার। ডাঙ্গায় তোলাটাও খেলা বই কি! সে রকম খেলাও তো খেল্‌তে হয়!

বিলাস। সে খেলাই বুঝি খেল্‌তে যাচ্ছ! আমারও জলে খেলে খেলে ক্লান্তি ধরে গেছে—এবার ভাবছি একটীকে ডাঙ্গায় তুল্‌তে হবে। কিন্তু সেটিতো অভ্যেস নেই—তুমি কি করে' বাগালে হে?

নীহার। সূতোর আকর্ষণটা শক্ত হলেই শিকারী আর শিকারের মিল হয়ে যায়—ভালোবাসা হলে বিয়ে হতে আর কতক্ষণ? আর সৌভাগ্যক্রমে লতিকার অভিভাবক হয়েছেন কালীকিঙ্কর বাবু—উনি অনেক দিন আমাদের উকিল ছিলেন। কালীকিঙ্কর বাবুর বেশ

ভালো ধারণাই আছে আমার উপর, আর না থাকবারই কথা কি। এই সূত্রেই আমাকে এখন বররূপে তোমার সামনে সজ্জিত দেখছ। এই সূত্রেই আমার সুখ ও সৌভাগ্য—তবে বর্ত্তমানে বড্ড মাথা ধরেছে, উঃ।

(তাঁর নিজ কক্ষ হইতে বৃদ্ধ কালীকিঙ্কর বাবুর প্রবেশ)

কালীকিঙ্কর। লতিকা বোর্ডিং থেকে এসে পৌছায় নি এখনো? ওঃ, বিলাস বাবু যে, কেমন আছেন। দেখুন নীহার বাবু, দেরী করবেন না। সাতটার মধ্যে আপনি সেখানে গিয়ে পৌঁছবেন।

নীহার। আমি বিনোদ বাবুর জন্যে অপেক্ষা কচ্ছি, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই।

কালীকিঙ্কর। (একটু বিরক্তির সহিত) বিনোদ! (বিনোদ অন্যমনস্ক হইয়া অন্যদিকে চাহিয়া আছে), বিনোদ, শুনতে পাচ্ছ?

বিনোদ। এ্যাঁ?

কালীকিঙ্কর। নীহার বাবু অপেক্ষা করে আছেন।

বিনোদ। নীহার বাবু, মাপ করবেন। আজ্‌কে আমার যাওয়া হবে না। (লিখিতে আরম্ভ করিল, সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।)

নীহার। ওঃ, থাক তবে।

বিলাস। (আত্মগত) হুঁ, যা ভেবেছিলেম তাই।

কালীকিঙ্কর। লতিকাকে নিয়ে আমাকে যেতে হবে! আর কেউ যাওয়ার চেয়ে তুমিই যাওনা বিনোদ, নীহার বাবুর সঙ্গে।

নীহার। থাক্, ওঁকে আর বিরক্ত করে কাজ নেই। কত নম্বর বাড়ী ?

কালীকিঙ্কর। ২৩নং সম্ভুনাথ চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট—নিকটেই।

বিলাস। আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে নীহার।

নীহার। তা চল, কিন্তু ২৩ নম্বরের দরজার সাম্‌না হইতেই তোমাকে বিদায় নিতে হবে।

বিলাস। সুলক্ষণ কুলক্ষণ মানো তা হলে দেখছি।

নীহার। বিয়ের রাত্রে সব্বাইকেই মান্‌তে হয়।

বিলাস। উত্তম, তবে চল।

(বিলাস ও পিছনে পিছনে নীহার নিস্ক্রান্ত)

কালীকিঙ্কর। বিনোদ, কাজটা ভালো হলো না।

বিনোদ। মন্দ কিসে ? আচ্ছা, বিয়েটা কি এখনো ফিরাতে পারেন না ?

কালীকিঙ্কর। বিয়ে ফিরাব! কেন কি জন্যে ?

বিনোদ। একটী সরলা বিশ্বাসপরায়ণা বালিকাকে

বিয়ে দিতে যাচ্ছেন এমন একটী লোকের সঙ্গে যার সম্বন্ধে হয় আপনি কিছুই জানেন না, অথবা একটু অতিরিক্ত রকমই জানেন।

কালীকিঙ্কর। নীহার বাবু সম্বন্ধে আমি সবই জানি। বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম, খুব সম্ভ্রান্ত বুনেদী ঘরের লোক!

বিনোদ। সেই ঘরের দশজন কি তাঁর হয়ে এসে আপনাকে বলেছে?

কালীকিঙ্কর। বলা কওয়ার অতীত হয়ে গেছে তারা, কারণ তারা কেউ বেঁচে নেই।

বিনোদ। তাহলে কারু কাছ থেকে কিছু না শুনে, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে, একজন অর্দ্ধ-পরিচিত অথবা অপরিচিত লোকের সঙ্গে আপনার বন্ধুর মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন! মনে রাখ্‌বেন, এর ভালোমন্দ সব দায়িত্ব আপনার উপর!

কালীকিঙ্কর। মানুষ কে কি রকম তা কারু জানবার উপায় নেই, বিনোদ। আর দম্পতির সুখ হবে কি না হবে, তা বোঝাতো আরও শক্ত, কারণ সব রকমেই ভালো এমন দুটী লোকেরও মনের মিল না হয়ে ঠোকা ঠুকি হয়, তার কত দৃষ্টান্ত দেখা গেছে।

এ সম্বন্ধে আমি কোনো সংস্কারের দাস নই—আর তা ছাড়া তারা যখন পরস্পর পরস্পরকে পছন্দ করেছে, তখন এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই।

বিনোদ। দুটী প্রাণীকে মিলিয়ে দেবার দায়িত্ব মহৎ!

কালীকিঙ্কর। তাতো নিশ্চয়, তবে এ সম্বন্ধে বিধাতার উপর ভার দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

বিনোদ। মানুষের বিচারে অন্ততঃ এটুকু বুঝা যায় যে একটী সুকুমারী পূত-স্বভাবা বালিকার সঙ্গে একটী পাকা বদমাসের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়!

কালীকিঙ্কর। এতদূর বলার তোমার কোনো অধিকার নেই। তা ছাড়া প্রথম যৌবনের এ সব ছোট খাট দোষ তলিয়ে দেখতে গেলে বিয়ের পাত্র পাওয়াই ভার হবে—আমি এত বৎসরের অভিজ্ঞতায় এটুকু জানতে পেরেছি। সংসারের লোকের এ বিষয়ে চোখ বুঁজে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

বিনোদ। নইলে যে সংসারের লোকের নিজকেই দেখতে হয়।

কালীকিঙ্কর। আমি এ বিষয়ে সংসারের লোকের চেয়ে বেশী বিজ্ঞ হতে চাইনে।

বিনোদ। কিন্তু চোখ কাণ থাকলে যে অনেক বিষয় দেখ্‌তে আর শুনতে পাওয়া যায়—এই মাত্র নীহার বাবু তার কীর্ত্তির কথা এমনি নিলর্জ্জের মত বলে গেল যে তাতে কেউ নিজের মেয়ে অথবা বোনকে এমন জায়গায় বিয়ে দেবার নামও কর্‌তে পারে না!

কালীকিঙ্কর। যা হবার হয়ে গেছে। এখন এ সব ভেবে কোনো ফল নেই। আর প্রকৃত জীবন মানুষের বিয়ের পর থেকেই আরম্ভ হয়।

বিনোদ। না, বিয়েই মানব জীবনের শেষ—তারপর হয় স্বর্গ, নয় নরক।

(বামার প্রবেশ)

বামা। লতিকা দিদিমণি আর তার ভাই এসে পৌঁছেছেন।

বিনোদ। আচ্ছা—যা—

কালীকিঙ্কর। বাস্তবিক বিনোদ—

(বামা নিষ্ক্রান্ত)

বিনোদ। বাবা, এই শেষবার আমি আমার অনুরোধ জানাচ্ছি, এখনো ভেবে দেখুন।

কালীকিঙ্কর। অসম্ভব, বিনোদ, তার আর সময় নেই—আর আমি তেমন দরকারও দেখ্‌ছি না!

বিনোদ। সময় যথেষ্ট আছে, তবে দরকার বোধ না করলে তো কথাই নেই।

কালীকিঙ্কর। লতিকার বয়েস হয়েছে—লেখা পড়া শিখেছে, সে নিজে পছন্দ করে যে বিয়ে ঠিক করেছে, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বল্‌বার নেই।

বিনোদ। বয়েস আর তার কতই হয়েছে? আর, সবে স্কুল থেকে বেরিয়েছে, সংসারের কিই বা সে জানে? প্রথম যাকে দেখে, তাকেই ভালো মনে করে।

কালীকিঙ্কর। সে কিছু কাজের কথা নয়। তোমার সঙ্গে নীহার বাবুর আগেই তার দেখা হয়েছিল বোধ হয়?

বিনোদ। হাঁ—তা—হয়েছিল।

কালীকিঙ্কর। তুমি তো বোধ হয় বোর্ডিংএ যেতেও মাঝে মাঝে, কই তোমাকে সেতো পছন্দ কর্‌লে না?

বিনোদ। তা—তা—সত্যি—অবিশ্যি—সে রকম তো আমার—আমি তো—যাক্! আপনি আর আপনার সংকল্প পরিবর্ত্তন কচ্ছেন না দেখছি। বামা!

(সজ্জিতা লতিকাকে নিয়া বামার প্রবেশ, সঙ্গে লতিকার ভাই সুললিত—তার বয়স একুশ আন্দাজ হইবে)

লতিকা। (কালীকিঙ্করের প্রতি) কাকাবাবু, আমার কি দেরী হয়ে গেছে ?

কালীকিঙ্কর। দেরী, না মা, দেরী হয়নি। তুমি আজ সকালে এসেছ, সুললিত ?

সুললিত। হাঁ, লতিকা তো ঘণ্টা খানেক আগেই আমাকে পাক্‌ড়ে নিয়ে আস্‌ছিল—আমিই সময় আছে বলে ঠেকিয়ে রাখ্‌লুম। ওর আর তর সয় না।

লতিকা। (লজ্জিত ভাবে) যাও দাদা !

কালীকিঙ্কর। অবনী বাবু, অবনী বাবু, গাড়ীএল ?

অবনী। (বাহির হইতে) হাঁ, এসেছে।

লতিকা। বিনোদ দাদা !

বিনোদ। তুমি দেরী হয়ে গিয়েছে বলে খুব শঙ্কিত হয়েছিলে বুঝি ?

লতিকা। হাঁ বাস্তবিক, তাই ভেবেছিলুম।

বিনোদ। দেখে তাই বোধ হচ্ছে।

লতিকা। আর দেরী হয়ে গেলে তিনিও হয় তো খুব ভাব্‌তেন, তিনি এখানেও এসেছিলেন বোধ হয়—কই তিনি ?

বিনোদ। সেখানেই গিয়েছেন।

লতিকা। আপনিই সঙ্গে যাবেন শুনেছিলুম, গেলেন না যে ?

বিনোদ। আমার হাতে মেলা কাজ আছে।

লতিকা। আপনার কাজের বুঝি আর দিন ছিল না বিনোদ দাদা, শুন্‌লে দাদা, বিনোদ বাবু বিয়েতে যাচ্ছেন না।

সুললিত। অদ্ভুত কথা! এমন কথা কি করে বল্লেন, বিনোদ বাবু ?

কালীকিঙ্কর। হুঁ, থাক্! আমিই তো যাচ্ছি!

সুললিত। কিন্তু লতিকা যে তার 'কল্‌কাতার বাবা' আর 'কল্‌কাতার মা' দুজনকেই চায়।

কালীকিঙ্কর। এ্যাঁ ? সে কি ?

লতিকা। কিছু না—চুপ কর দাদা!

কালীকিঙ্কর। এর মানে কি—এই 'কল্‌কাতার বাবা' আর—

সুললিত। বল্‌ছি শুনুন—

লতিকা। না, না, তুমি ভারি বিশ্রী করে বল্‌বে। হয়েছে কি কাকাবাবু, বোর্ডিংএর মেয়েরা, আপনি আমার পিতৃ স্থানীয় বলে, আর আপনিই আমার

খরচ পত্র দিচ্ছেন বলে—আপনাকে আমার 'কল্‌কাতার বাবা' বলে থাকে। তারপর যখন থেকে বিনোদ দাদা যেতে সুরু কর্‌লেন, তখন মেয়েরা তাঁকে কি বল্‌বে ঠিক করে ফেল্‌তে উঠে পড়ে লাগ্‌লো—পিতাও হয়ে গেল সত্যিকার একজন ভাই ও আমার রয়েছে, বিনোদ বাবুকে কি বল্‌বে, শেষে তাদের মাদের মতন তার কোমল অন্তঃকরণ এবং আমার প্রতি তাঁর স্নেহ মমতা দেখে তাঁকে আমার "কল্‌কাতার মা" বল্‌তে আরম্ভ করলে।

কালীকিঙ্কর। বাজে কথা! এখন যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হওয়া যাক্। (নিষ্ক্রান্ত)

লতিকা। কাকাবাবু রাগ হয়েছেন।

বিনোদ। না, না।

লতিকা। হয়েছেন! সে দিনও কি বল্‌তে যাচ্ছিলুম—"বাজে কথা" বলে উঠ্‌লেন।

বিনোদ। না, সে ওঁর ধরণ। আর রাগ যদি হয়ে থাকেন তো আমার প্রতি।

লতিকা। কি জানি আমার যেন ভয় ভয় করছে! বিয়ের সময় এম্‌নি মনে হয় নাকি?

বিনোদ। তা কি করে বল্‌ব বল? আমার তো আর বিয়ে হয়নি!

(বামা লতিকাকে ইঙ্গিতে ডাকিল)

বামা। দিদিমণি, দিদিমণি, আবার এসব এলো-মেলো করে ফেলেছ?

লতিকা। তা থাক্।

(বামা লতিকার পোষাক ঠিক করিয়া দিতে লাগিল)

বামা। এই এটুকু সেরে দি।

সুললিত। কেমন বিনোদ বাবু, উকিলের কাগজ্ পত্রের মধ্যে এসে দাঁড়াবার মত ছবিটিই বটে!

বিনোদ। এসব স্বপ্ন চোখের আড়াল করে না রাখ্‌লে, আমার মত সাদাসিধে আইনজীবিদের কি উপায় হত বলুন দেখি, সুললিত বাবু?

সুললিত। মক্কেলদের তেমন সুবিধে হ'ত না নিশ্চয়।

বিনোদ। আর উকিলদেরই বা কি হ'ত?

বামা। (বিনোদের কাণে কাণে) কেমন, বেশ দেখাচ্ছে না?

বিনোদ। হাঁ।

বামা। নীহার বাবুর ভাগ্যি খুব ভালো বলতে হবে।

বিনোদ। নিশ্চয়।

লতিকা। শুনে ফেলেছি! ভাগ্যি কার তা ঠিক করে কে বলবে?

বিনোদ। তাঁর ভাগ্যি নয় কেন?

লতিকা। কারণ আমি তার উপযুক্ত নই! তাঁর তো বন্ধু আপনি, তিনি কত মহৎ এবং সত্যপরায়ণ আপনি তো জানেন। তা আপনাকে বল্‌তে আমি লজ্জা করব না—বিয়ে ঠিক হওয়া অবধি আমি প্রতিদিন এই প্রার্থনা করে থাকি যে আমি যেন তাঁর উপযুক্ত হ'তে পারি! (বিনোদ সরিয়া গেল)

(অবনী দরজায় দেখা দিল)

অবনী। গাড়ী এসে পড়েছে।

লতিকা ও বামা। ওঃ।

বিনোদ। বাবাকে সংবাদ পাঠিয়ে দিন।

(লতিকার পোষাক একটু এলোমেলো হইল, বামা তাহা ঠিক করিতে ব্যস্ত হইল)

অবনী। একটী যুবতী মেয়েলোক বাইরে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছেন। আপনার নামে সুললিত বাবুর হাতের লেখা একটা চিঠি নিয়ে এসেছেন।

সুললিত। ওঃ, উনি এসেছেন, খুসি হলুম! বিনোদ বাবু, আপনার জন্যে একটী নূতন মক্কেলের সন্ধান পেয়েছি।

বিনোদ। তার জন্যে ধন্যবাদ দিচ্ছি। অবনী বাবু, একটু অপেক্ষা করতে বলুন। (অবনী নিষ্ক্রান্ত)

সুললিত। ঠিক যেন একটী উপন্যাস! কেমন নয়, লতিকা?

লতিকা। হাঁ।

সুললিত। কাল রাত্রে লতিকা এবং আমি যখন ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালুম, তখন দেখি একা একটী মেয়ে-লোক পাশের গাড়ী থেকে এসে নামল। দেখ্‌লুম মেয়েটী ভদ্র ঘরের, অল্প বয়সের এবং সুন্দরী, কেমন না লতিকা?

লতিকা। হাঁ হাঁ, দেখ্‌তো বামা, এ দিকের সেপ্‌টি পিন্‌টা যেন খসে পড়ল।

(বামা খুঁজে পেতে সেপ্‌টিপিন বের করে লাগাতে ব্যস্ত হলো।)

সুললিত। বেচারী ভিড়ের ঠেলা খেয়ে এক জায়গায় বসে কাঁদতে লাগলো। কি জন্য কাঁদ্‌ছে, তার কোনো সাহায্য করতে পারি কি না, তাকে

জিজ্ঞেস করলুম। তার অসহায় মুখের ভাবটি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল, কেমন না লতি ?

লতিকা। দাঁড়াও, এখন আমার আর অন্য কিছুই মনে আস্‌ছে না। বামা, তাড়াতাড়ি ঠিক করে দে।

সুললিত। মেয়েটি বল্লে খুব একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ে সৎপরামর্শ দিতে পারে তার জন্যে কলকাতার মধ্যে সব চেয়ে সুচতুর লোকের তার দরকার। লতিকা বল্লে আমি খুব চতুর, কেমন, বলনি লতি ?

লতিকা। হাঁ, কিন্তু আমি মনে মনে ভাব্‌ছিলুম আর একজনের কথা।

সুললিত। কিন্তু আমি বল্লুম আপনার কেমন লোকের দরকার তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আপনার চাই একটী উকিল, আমি শেষে তাকে আপনার নাম ঠিকানা দিয়ে তাড়াতাড়ি ভুছতরে এক চিঠি দিয়ে দিলুম।

বিনোদ। তা ভালোই করেছেন।

সুললিত। (আত্মগত ভাবে) ফিরে এসে তাকে এখানে পেলে বেশ হয় !

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালীকিঙ্কর। কেমন মা, প্রস্তুত হয়েছ ?

লতিকা। হাঁ, কাকা বাবু ; বিনোদ দাদা, যাই এখন।

বিনোদ। এস।

লতিকা। আপনি তা হলে ঠিকই যাচ্ছেন না ?

বিনোদ। আমার অনেক কাজ।

(ফিরিয়া টেবিলের কাছে বসিয়া লিখিতে সুরু করিল)

লতিকা। (আত্মগত ভাবে) বিয়ে কর্‌লে সমগ্র পৃথিবীর চেহারাটাই বদ্‌লে যায় নাকি ? বিনোদ বাবু তো এরি মধ্যে বদ্‌লাতে সুরু করেছে।

কালীকিঙ্কর। এস ! (কালীকিঙ্কর লতিকার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল, লতিকা ফিরিয়া অনুনয়ের ভাবে বিনোদের দিকে চাহিয়া রহিল—কিন্তু বিনোদ সে দিকে লক্ষ্য করিল না।)

লতিকা। বিনোদ দাদা, বিনোদ দাদা !

(সুললিত ব্যতীত সকলে নিষ্ক্রান্ত)

সুললিত। ঠিক বিয়ের কাজটীতে বেশী দেরী হবে না। আপনি যদি মেয়েটিকে আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আট্‌কিয়ে রাখেন তো বেশ হয়।

বিনোদ। আচ্ছা, আচ্ছা।

(স্থলিত সকলের পিছনে গেল)

—লতিকা চলে যাচ্ছে। (জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিল) আঃ! নিয়ে গেল তাকে। বাড়ী শূন্য হয়ে গেছে।—

(অবনীর প্রবেশ)

বিনোদ। তারা চলে গেছে, অবনী বাবু?

অবনী। হাঁ, মেয়ে লোকটীকে এখন ডাকব?

বিনোদ। ডাকুন।

(অবনী নিষ্ক্রান্ত)

বিনোদ। (পড়িল) প্রফুল্ল বালা?

(অবনীর সঙ্গে ১৭।১৮ বৎসরের একটী মেয়ে প্রবেশ করিল। তার পোষাক সাদা সিধে—একটা ভীরু ব্যথিত ভাব তার চোখে মুখে)

প্রফুল্ল। আপনার নাম কি বিনোদ বিহারী মিত্র?

বিনোদ। হাঁ, বসুন! শুনলুম আপনার একজন উকীলের দরকার?

প্রফুল্ল। হাঁ, সেই দরকার।

বিনোদ। কি প্রয়োজন আপনার?

প্রফুল্ল। আমি—আমি মনে করেছিলুম আপনার বয়স আরো বুঝি বেশী হবে।

বিনোদ। আমার পিতাও উকীল—কিন্তু তিনি এখন বেরিয়ে গেছেন। আমার উপর কি বিশ্বাস স্থাপন কর্‌তে পারেন না?

প্রফুল্ল। হাঁ, আপনাকেও চতুর বলেই মনে হচ্ছে!

বিনোদ। তাহলে আপনি আমাকেও বল্‌তে পারেন আপনার কথা।

প্রফুল্ল। কিন্তু আপনি তো জানেন না কেন আমি—আমার কি—ওঃ! ঈশ্বর আমাকে কি অবস্থায়ই ফেলেছেন!

বিনোদ। লোকে তাদের সুখ দুঃখের কথা আমাদেরে নিঃসঙ্কোচে বলে থাকে—আমাদের তা শোনাইতো ব্যবসা, এতে দ্বিধার কিছুই নেই।

প্রফুল্ল। তা জানি—তবু একজন স্ত্রীলোকের কাছে আমি সব বল্‌তে পারতুম, আপনার মতন দয়ার ভাব দেখ্‌লে আপনার স্ত্রীর কাছে সব বল্‌তে পারতুম।

বিনোদ। আমার তো স্ত্রী নেই—বিয়েই করিনি। বলুন এখন শুধু একটা যন্ত্র ছাড়া আমাকে আর কিছু ভাব্‌বেন না।

(তার দিকে না চাহিয়া কান পাতিয়া রহিল)

প্রফুল্ল। আমি—আমি একজনকে খুঁজে বের করতে চাই—পালিয়ে গেছে!

বিনোদ। পুরুষ না স্ত্রীলোক?

প্রফুল্ল। পুরুষ।

বিনোদ। কাজটা খুব সহজ অথবা খুব শক্ত হতে পারে! লোকটী কি কলকাতার?

প্রফুল্ল। হাঁ, ভদ্র লোকটী সহুরেই—সহরের বাইরে গিয়ে লোকের মন্দ করেন!

বিনোদ। তা হলে প্রথমে তার নামটাই লিখি?

প্রফুল্ল। তাঁর নাম তো জানি না—আমি শুধু যে নামে তিনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন, শুধু তাই জানি। শ্রী—শ্রীললিত—শ্রীললিতচন্দ্র কুণ্ড।

বিনোদ। নামটা যে জাল তা কি করে জান্‌লেন?

প্রফুল্ল। একদিন চিঠির শেষে নাম লিখ্‌ছিলেন, তখন আমি চুপি চুপি ঘরে ঢুকে পিছনে দাঁড়িয়েছিলুম, তিনি নামের শুধু প্রথম অক্ষরটি লিখ্‌ছিলেন, তাতেই বুঝ্‌তে পারলুম ওঁর নাম ললিতকুণ্ড নয়।

বিনোদ। প্রথম অক্ষরটি কি?

প্রফুল্ল। নী।

বিনোদ। (এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া) আপনার হয় ত ভুলও হতে পারে, "ল" টাই বোধ হয় দূর থেকে "নী"র মত দেখিয়েছে।

প্রফুল্ল। না—না—না—না।

বিনোদ। (আবার লিখিয়া) আচ্ছা, "ল" যদি এই ভাবে লেখা হয় (চিন্তিত ভাবে) 'নী'।

প্রফুল্ল। আমার ভুল হয়নি—কারণ আমি যখন চেপে ধরলুম, তখন মুখে অবিশ্যি মিথ্যা কথাটাই বল্লে, কিন্তু চোখে আমি সত্যি খবরটা পেয়েছি, আর সেই রাত্রেই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে যান।

বিনোদ। (ঘড়ীর দিকে চাহিয়া আত্মগত ভাবে) এখন মেয়েটীর নাম---কি আশ্চর্য্য ! সব কিছুতেই সেই কথা মনে হয় কেন? "নী" (প্রফুল্লের প্রতি) এই লোকটীর কোনো চিঠি আছে কি আপনার কাছে ?

প্রফুল্ল। না, বরাবর নিকটেই থাকতেন বলে' আর চিঠি পাওয়ার সুযোগ ঘটে নি। তাতেই তো আর লজ্জার কথা !

বিনোদ। তার কি কোনো ছবি আছে—কোনো ফটো ?

প্রফুল্ল। উদ্দেশ্য বরাবর খারাপ ছিল—ফটোটটো দিবেন কেন ?

বিনোদ। চেহারাটা কি রকম, বর্ণনা করুন তো।

প্রফুল্ল। আন্দাজ করছি—এই আপনাদেরই মতন বয়স হবে, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে কথা কইবার সময় ঠিক যেন বালকের স্বরটি! আমি—আমি তাঁর চেহারার বর্ণনা করতে পারব না।

বিনোদ। (আত্মগত ভাবে) কে জানে! যদি ঘটনাচক্রে নীহার বাবুই এ কাজ করে' থাকে—তারি হাতে হাত দিয়ে—এখন লতিকা! কি বোকা আমি! নীহার বাবু ছাড়া আর কারো কথা মনেই আসে না!

প্রফুল্ল। কথায় তাঁর বর্ণনা দিতে আমাকে বল্‌বেন না, আমি পারব না—পারব না। তবে খেলাচ্ছলে তার কোনো এক বন্ধু এই সাধারণ কালী কলমে তার মুখের ছবি উঠাতে চেষ্টা করেছিল, সেটা ভাল হয়নি মোটেই, তবু আমার মনে হয়, মুখের অনেকটা সাদৃশ্য তাতে উঠেছে, আমি যত্ন করে সেইটি কুড়িয়ে রেখেছি, সেইটি আমি আপনাকে দেখাচ্ছি।

(প্রফুল্লবালা ছবি বাহির করিতে ব্যস্ত হইল)

বিনোদ। (স্বগতঃ) যে ছবিটি দেখাতে যাচ্ছে তার সঙ্গে যদি ওর কিছু সাদৃশ্য থাকে তো কি করব— তখন আমি কি করব ?

প্রফুল্ল। (স্বগতঃ) যে বিদ্রূপের ভঙ্গীটি মুখে দেখেছিলাম শেষ দিন, সেই রকমটিই এখানে আঁকা আছে, এখন তো বোধ হয় সব সময়েই আমাকে উনি বিদ্রূপই কচ্ছেন !

বিনোদ। (স্বগতঃ) আর কিছুই করা হবে না— এখন আর সময় কই—কিছুই নয়। দেখব কি এখন চেয়ে ? না, কি ভীরু আমি ! দেখি। (প্রফুল্লবালার কাঁধের উপর দিয়া উঁকি দিয়া দেখিল) নীহার ! (বিস্ময় ও অন্তর্যুদ্ধ) তার স্ত্রী ! এরই স্ত্রী হতে যাচ্ছে, অথবা হয়ে গেছে, (প্রফুল্লর প্রতি) হুবহু মুখের অনুরূপ হোক্ চিত্রটী, তবু এই কলিকাতার মত স্থানে একটা লোককে খুঁজে বের করা অসম্ভব !

প্রফুল্ল। তবু, তবু এটা রেখে দিন। কলকাতার বহু স্ত্রী পুরুষের কাছে নিশ্চয়ই এ মুখটি খুব পরিচিত ! উনি নিশ্চয়ই খুব সভায় সমাজে যান—দশজনের সঙ্গে মিশে থাকেন—সেই রকমই আমাকে বলেছেন, আর এ গুলোও রেখে দিন। আমার সম্বন্ধে সব খবর এতে

পাবেন—আর তাঁকে পেলে কোন্ ঠিকানায় চিঠি দিতে হবে, তাও পাবেন।

বিনোদ। আমি—আমি এই অনুসন্ধানের ভার নিতে পার্চ্ছি না, কোনো ফল নেই—কোনো ফল নেই।

প্রফুল্ল। না, না, আমাকে বিমুখ করবেন না। আপনাকে দেখেই বোধ হচ্ছে আপনি খুব চালাক চতুর লোক, এতো আপনার কাছে মোটেই শক্ত নয়! উনি তো আর লুকিয়ে নেই, দিনের আলোকেই নিশ্চয় জাঁক করে মাঠে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হয়ত আমারি মতন এমন কোনো সরলা বালিকার সঙ্গে। দয়া করে তাঁকে বের করে দেবেন! উনিতো আর খুন করেন নি, যে রাত্রের আঁধারে গলিতে গলিতে মুখ লুকাবেন—তিনি যে শুধু একটি মেয়ের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন, পুরুষেরা তার জন্যে তো আর লুকিয়ে চল্‌বার দরকার বোধ করে না!

বিনোদ। আমি—আমি এই কাগজগুলোতে কি পাই, কাল আপনি জান্‌তে পার্‌বেন। (উঠিয়া প্রফুল্ল বালাকে বাহির হইবার পথ দেখাইতে যাইবে তখন সুললিত আসিল।)

স্থললিত। ওঃ! আপনি যে এখানে আস্‌তে পেরেছেন সুখী হলুম, কি আশ্চর্য্য! আমাদের আবার দেখা হলো!

প্রফুল্ল। হাঁ, আপনার দয়ার জন্যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এখন যাই! (দ্রুত নিষ্ক্রান্ত)

স্থললিত। দেখ্‌লেন তো! দেখা হবার সুযোগ হবে বলেই দৌড়ে এলাম, পথে গাড়ী চাপা পড়েছিলাম আর কি, আর উনি শুধু বল্লেন—"কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি" যাই এখন!

বিনোদ। হয়ে গেল?

স্থললিত। আসল কাজ হয়ে গেছে—আমি চুপি চুপি বেরিয়ে এলুম।

বিনোদ। (স্বগতঃ) আজকেই যদি এই মেয়েটীর সঙ্গে নীহার বাবুর মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়! (বিনোদ জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল)

স্থললিত। কেমন বিনোদ বাবু, মেয়েটী বেশ না?

বিনোদ। হাঁ, হাঁ, (স্বগতঃ) এই বাড়ীর "কম-পাউণ্ড" পার হয়ে যাচ্ছে।

স্থললিত। এমন সুন্দর মক্কেলটি পাঠালুম, একটু ধন্যবাদও দিলেন না?

বিনোদ। (জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া) চলে গেছে।

সুললিত। বলুন না শুনি ওর কথা। নাম কি? নামটা জানা থাকলেই মনে করতে সুবিধে হয়!

বিনোদ। উকীল তার মক্কেলের বিষয় ছাড়া অন্য সব কথাই বল্‌তে পারে, ছোকৃড়া। তা হলে তোমার বোনের বিয়ে হয়ে গেল?

সুললিত। আসল কাজটা হয়ে গেছে বৈ কি!

বিনোদ। এত শীগ্‌গীর?

সুলললিত। যত বয়েস হচ্ছে ততই বুঝ্‌তে পাচ্ছি জীবনে কোনো কিছুরই বেশী সময় লাগে না। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে জন্ম, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে বিয়ে, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে মৃত্যু, দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই ভুলে যাওয়া—

বিনোদ। কিন্তু সব কিছুতেই কষ্ট!

সুললিত। কষ্ট! লতিকা আর আমি, কোনো দিন কষ্ট করব না ঠিক করেছি। কাল রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দুজনে বসে এই ঠিক করে ফেল্‌লাম! আমরা বরাবর দুটী সরল হৃদয় বালক বালিকার মতনই জীবন কাটাব। সেইতো সুখী হবার উপায়, শুনুন। (দরজা খুলিল) এই তো তারা! নীহার বাবু!

(নীহার ঢুকিল—পিছনে তার ভৃত্য অতুল, তার হাতে একটী ভ্রমণোপযোগী চামড়ার বাক্স)

নীহার। হয়ে গেল; বিনোদ বাবু, হাঃ হাঃ! সমাজে ঢুক্‌লে এই সুবিধেটুকু আছে; আচার্য্যকে বলে কয়ে খুব তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়া গেছে। কি চাস্ অতুল?

অতুল। ন'টার গাড়ী ধর্‌তে চাইলে তো আর সময় নেই।

নীহার। ওঃ! (সুললিতের প্রতি) লতিকা ভিতরে আছে, আপনাকে যেতে বলেছিল!

(সুললিত দ্রুত নিষ্ক্রান্ত, অতুল পিছনে পিছনে গেল)

নীহার। (গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া হাই তুলিল) আমি বলছি বিনোদ বাবু, যদি কখন বিয়ে করেন, আমার উপদেশ নিয়ে যাবেন—দেখবেন, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, আরে বাবা! সারা রাত কে বসে থাক্‌বে?

বিনোদ। নীহার বাবু, বিয়ের ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার উপদেশের দরকার আমার হবে না। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আপনিই আমার উপদেশটা নিলে অনেক উপকার হত।

নীহার। কি ব্যাপার? হয়েছে কি?

বিনোদ। আমি আপনার মুখের উপরই বল্‌ছি আপনি এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর খামখেয়ালীর কাজ করেছেন।

নীহার। আপনার কথার অর্থ কি?

বিনোদ। আমি আপনার অতীত জীবনের কথা জানি—আমি জানি আপনার মন পাপে ভরা, আপনার হৃদয়ে প্রকৃত স্নেহ মমতার স্থান নেই, তবু আপনি এমন একটী মেয়ের সাথে আপনার জীবন এক সূত্রে বেঁধেছেন, যার পৃথিবীর পাপের বোধটী পর্য্যন্ত নেই, যার হৃদয়ে সৎ এবং সুন্দর বৃত্তি ছাড়া অন্য কিছুর স্থান নেই! ভগবান আপনাকে ক্ষমা করুন!

নীহার। বিনোদ বাবু, যে সুরে আপনি কথা বল্‌ছেন, তার প্রতিদান হওয়া উচিত। কিন্তু শুনলুম আপনি লতিকাকে বরাবর স্নেহ দেখিয়ে এসেছেন, কাজেই বিয়ের রাত্রেই এ সম্বন্ধে আপনার সহিত ঝগড়া করতে চাই না।

বিনোদ। আমার সঙ্গে আপনার কোনো জায়গায় তো কোনো যোগ নেই যে ঝগড়া হবে?

নীহার। আমার অতীত জীবন সম্বন্ধে আপনি তো খুব লেক্‌চার দিয়ে গেলেন—জানেন, এ আমার খুসী—

জীবনটাকে বেশ সহজ স্বাভাবিক ভাবেই আমি চালিয়েছি, তাতে—

বিনোদ। অন্যের দোষ ধরবার কিছু নেই—হাঁ, অন্যের সঙ্গে যোগ না হওয়া পর্য্যন্ত, জীবনের সহজ স্বাভাবিক ভাবটা শুধু মন্দর দিকেই গড়িয়েছে। নীহার বাবু, সাবধান!

নীহার। আর আমিও আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বিনোদ বাবু, ওকালতীতে আপনার পয়সা মিল্‌বে না—তার চেয়ে ক্রীশ্চান্ পাদ্‌রীগিরিটা চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারেন।

বিনোদ। আমি আপনাকে সাবধান কর্‌ছি, আজ যে পাপ কর্‌লেন তার ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত একদিন আপনাকে কর্ত্তেই হবে!

নীহার। এর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি; বিনোদ বাবু, সহজ সুখ এবং আরামে কালাতিপাত করেই আমি আমার গত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে চাই। (ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া) গাড়ীটা ফেল করব দেখ্‌ছি।

বিনোদ। (ঘৃণার সহিত মুখ ফিরাইয়া) ওঃ!

নীহার। আপ্‌নার মত নীতিবায়ুগ্রস্থ লোকেরা এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, যারা পূর্ব্বে ভব্যতা

ও নীতির শিকল ভেঙ্গে বেড়িয়ে পড়বার যত্ন নিয়েছে, বিয়েতে সন্তোষ ও সুখ লাভ করবার সৌভাগ্য তাদেরই!

বিনোদ। সন্তোষ ও সুখ!

নীহার। হাঁ,—আধার না দেখ্‌লে আলোর মর্য্যাদা হবে কেন? আমি বিষয়টা বেশ করে ভেবে দেখেছি।

বিনোদ। সুখ সন্তোষ! নীহার বাবু, আপনি কি মনে করেন দুশ্চরিত্রের জীবনে অপরাহ্ন কখনো আসে না? আপনি কি ভাবেন এমন কোনো সময় আসে না যখন অভিশপ্ত বীজ মাটী ফুঁড়ে আত্ম প্রকাশ করে বসে? যে মাটী এই বিশ্রী বোঝাটাকে প্রত্যাখ্যান করে বসে, সেই মাটীতেই তাকে ফিরিয়ে দিতে যখন ধনী ব্যক্তি তার সমস্ত ধন সম্পত্তি বিসর্জ্জন করতে চায়? আজ্‌কে আপনি একটি ভালো লোককে একটী মধুর জীবন সঙ্গিনী পাবার সুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন।

নীহার। দেখুন বিনোদ বাবু!

বিনোদ। দু-একদিন, দু-এক মাস, দু-এক বৎসরের জন্যে আপনি সুখী হতে পারেন, কিন্তু তারপর যে, স্ত্রীর সম্মান লাভটা আপনার কাছে দুর্লভ বলে মনে হবে, তাঁরি পায়ের নীচে ঘরের মেঝের প্রত্যেক ফাটলে ফাটলে, যখন সেই বীজ মাথা তুলে বস্‌বে, তখন?

আপনি তাকে টেনে ভিড়ের রাস্তায় এনে দাঁড় করাতে পারেন, কিন্তু সেখানেও পায়ে পায়ে সেই জঞ্জালই গজিয়ে উঠ্‌বে। ঘরে কিংবা বাইরে সেই গন্ধ নাকে, সেই শব্দ কানে, রাত্রিদিন বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, তারপর এই লজ্জার সঞ্চীয়মান বোঝায় একদিন আপনার স্ত্রীর হৃদয় ফেটে পড়বে—এ আমি নিশ্চয় বলে দিচ্ছি, নীহার বাবু!

নীহার। কি! বন্ধ কর মুখ,—কোন্ অধিকারে—বন্ধ কর মুখ!

(স্থললিত এবং কালীকিঙ্করের সঙ্গে লতিকার প্রবেশ)

লতিকা। (নীহারের প্রতি) আমার কি দেরী হয়ে গেছে?

নীহার। না, কিন্তু—(চাপা ক্রোধের সহিত বিনোদের দিকে চাহিয়া) চল ; গাড়ীর সময় হয়ে গেছে।

লতিকা। যাই বিনোদ দাদা? কই, আপনি কিছুই বল্‌ছেন না?

বিনোদ। এইটুকু ছাড়া আর কি বল্‌তে পারি, লতিকা, যে ভগবান তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন!

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

(বিনোদ একাকী দাঁড়াইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

মধুপুর—পাহাড়ের উপর একটী বাড়ী। কিছুদিন আগে সেখানে একটী স্বনামখ্যাত সাধু বাস করিতেন—সেখানে একটী ঘর তুলিয়া তাঁর স্মৃতি রক্ষা করা হইয়াছে।

অতুল বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। বামা গৃহ কাজ করিতেছে।

অতুল। বামা। বামা!

বামা। চুপ! (ভিতরের ঘরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) শুললিত বাবু ঘুরে হয়রাণ হয়ে এখনি ফিরেছেন।

অতুল। কি করব? ঐ তো একটী গাড়ী করে কয়েকজন স্ত্রীলোক এসেছে—রাস্তা দিয়ে উপরে উঠ্‌ছে, নিশ্চয় সাধুবাবার ঘর দেখ্‌তে এসেছে।

বামা। একটা লাঠি, একটা ছেঁড়া কম্বল, আর একটা পাথর দেখ্‌তে যে কেন লোক আসে, তা আমি ভেবে পাই না।

অতুল। তুমি ভেবে পাবে কেন—বোকা! সাধু-বাবা যে এই পাথরে বসেই চোঁখ বুঁজে থাক্‌তো, আর কত রাজা মহারাজা তার পায়ে এসে লুটাতো!

বামা। বাবু অন্য বাড়ীতে থাকা ঠিক করলেই পারতেন! জ্বালাতন করে মারলে লোকে!

অতুল! বলিনি—ঐ ডাকছে।

বামা। জ্বালালে! একটু নিরিবিলি যে দিদিমণি বাবুর সঙ্গে একটু সুখে থাকবে, তার যো নেই। যেই বাবু দিদিমণির হাতটি চেপে ধরেছে, আর দিদিমণি আদরে গলে গিয়ে তাঁর কাঁধে মাথা রাখতে যাচ্ছে, অমনি অতুল চন্দ্র এসে খবর দিলে, "কয়েক জন লোক এসেছে"—এদিকে একটা বেড়া তুলে দিয়ে সাধুর ঘরটিকে আলগা করে দিলে তবে বাঁচা যায়!

(বাহিরে সুভাষিণীর শব্দ শোনা গেল—সুভাষিণী বয়স্কা বিধবা, তার মেয়ে রেবার সঙ্গে কথা কহিতেছে)

সুভাষিণী। এই এখানে একটা সিঁড়ি আছে, রেবা—একবারতো পায়ে আচ্ছা ঠোক্কর খেয়েছি।

বামা। চুপ! দেখিয়ে দিয়োনা তাদেরে, অতুল।

অতুল। দেখাতে হবেই। ঐ সর্ত্তেই বাড়ী ভাড়া নেওয়া গেছে যে সকলকে দেখাতে হবে।...এদিকে, এদিকে আসুন।

(সুভাষিণীর একটু জম্‌কালো রকমের দুর্বিনীত কৃত্রিম চাল্ চল্‌তি—তার মেয়ে রেবার বয়স আঠারো আন্দাজ হইবে, সে সুন্দরী, কথা বার্ত্তায় উৎসাহ ও আবেগহীন)

সুভাষিণী। দু'দুটো লম্বা সিঁড়ি মিছিমিছি না ভেঙ্গে এলেই হয়। এখানে দেখ্‌বার কি আছে ?

বামা। (সুললিতের দিকে দেখাইয়া) এই উনি এক্ষনি কল্‌কাতা থেকে এসে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।

সুভাষিণী। বটে ! এ ছাড়া কি আর কিছু দেখ্‌বার আছে ?

অতুল। (সাধুর ঘর দেখাইয়া) এই সাধুর ঘর আজ্ঞে।

সুভাষিণী। সাধুর ঘর—কই ?

অতুল। সাধুবাবা এখানে বসেই চোখ বুঁজে থাক্‌তেন আর—

বামা। রাজা ম রাজা তাঁর পায়ে এসে লুটোত।

অতুল। অবি এখন আর সাধুবাবা চোখ বুঁজে নেই।

বামা। আর র পাও দেখা যাচ্ছে না ; তবু—

অতুল। অনে এসে এখানে লুটোয়।

সুভাষিণী। ওঃ! ওই যে মধুপুরের সাধুবাবা! তাঁর তো এখানে সিদ্ধি হয়েছিল—শুনিস্‌নি রেবা?

অতুল। হাঁ, সিদ্ধি হয়েছিল।

বামা। তাঁর সিদ্ধির ধুঁয়ার গন্ধ এখনো কম্বলে আছে!

সুভাষিণী। এই সাধুবাবার একটা জীবনীও যেন বেরিয়েছে, কেমন রেবা?

রেবা। শুনিনি, মা!

সুভাষিণী। এ দিকে আয় রেবা। (অতুলের প্রতি) তাঁর কি কি স্মৃতি চিহ্ন আছে?

অতুল। একটা লাঠি, একটা পাথর, আর—

বামা। সিদ্ধির ধুঁয়ার গন্ধ মাখা একটা কম্বল।

অতুল। যে সে গন্ধ নয়! বাবা—পঞ্চাশ বছরেও তেম্‌নি তাজাই আছে! একেবারে মূর্ত্তিমান সিদ্ধি না হলে আর এমনটি হয়!

সুভাষিণী। হাঁ, ঠিক ক! জীবনীতেও যেন এই কম্বলের কথাও আ। ছেঁড়া কম্বল না? হাঁ, নিশ্চয় আছে বইয়ে।

বামা। কি, এই গন্ধ

রেবা। (নিদ্রিত সু কে লক্ষ্য করিয়া)

মা, আমার সঙ্গে যে পড়তো একটী মেয়ে—লতিকা নাম, তোমার মনে আছে ?

সুভাষিণী। না—কেন ?

রেবা। নিশ্চয় বল্‌ছি ঐ যে লোকটী ওখানে শুয়ে, ও তার ভাই।

সুভাষিণী। তাই নাকি ? (বামার প্রতি) কি গো ! এটিকি লতিকার ভাই ?

বামা। হাঁ, উনি সুললিত বাবু—নীহার বাবুর স্ত্রীর ভাই !

সুভাষিণী। নীহার বাবুর স্ত্রী ! লতিকার কি বিয়ে হয়েছে ?

বামা। এক মাস হলো বিয়ে হয়েছে।

সুভাষিণী। দেশে, কলকাতায় বোধ হয় !

বামা। দিদিমণি বাবুর সঙ্গে বাগানে বেড়াচ্ছেন।

সুভাষিণী ! তুমি গিয়ে বল যে রেবা ও তার মা এসেছে। বেশ সুখে আছে ?

বামা। তাঁদের চেয়ে সুখী আর কেউ হতে পারে না, দেখ্‌লেই বুঝতে পারবেন। (নিক্রান্ত)

সুভাষিণী। রেবা, এই বেলার জলখাবারের খরচাটা বেঁচে যাবে। (অতুলের প্রতি) দেখ্‌তো

বাইরে আমার সঙ্গী একটি মেয়েলোক অপেক্ষা করে আছে; তাঁকে বল্‌তো বাছা সে যেন হেঁটেই সহরে চলে যায়, আমরা গাড়ীতে একটু পরে ফিরব।

রেবা। না, না, মা! হেঁটে নয়—মেয়েটী ভারি কাহিল, আর ক্লান্তও হয়ে পড়েছে!

সুভাষিনী। কথা বল্‌তে পারে না বলে ঘোড়া দুটার উপর আমি অতিরিক্ত ভার চাপাতে পারব না।

অতুল। মাপ করবেন আজ্ঞে—অনেকটা পথ যে চড়াই, তা ছাড়া এই দুপুর, যা রোদ্দুরের তেজ!

সুভাষিণী। তা ভালোই বলেছ, তবে মেয়ে লোকটী চাকরী কচ্ছে আমার কাছেই। (অতুল নিষ্ক্রান্ত)

রেবা। ঐ আস্‌ছে মা, লতিকা আস্‌ছে—এরি মধ্যে বড় হয়ে গেছে যে!

সুভাষিণী। আমার কিছু মনে নেই ওর কথা। এখানে বেশী দেরী করা হবে না; আমরা, শুধু কোন্ দরের লোক এরা, বুঝে শুনে, একটু জল খেয়ে চলে যাব।

রেবা। তা মা, কোন্ দরের লোক না জেনেও তো লোকের সঙ্গে মেশামেশি ভালোবাসা হতে পারে!

সুভাষিণী। আরে মা, আমি যা বলি বরাবর তা মনে রাখিস—মানুষের জন্ম হয়েছে পৃথিবীতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে। আমি অবিশ্যি দুর্ভাগ্যক্রমে কাউকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারি না, কিন্তু তাই বলে অন্যেরা যে আমাকে সাহায্য করবে না, তার তো কোন মানে নাই—কাজেই কার ভিতরে কি আছে—জেনে নেওয়া দরকার।

(আনন্দোজ্জ্বল মুখে একরূপ দৌড়িয়া আসিয়া লতিকা রেবাকে আলিঙ্গন করিল)

লতিকা। রেবা!

রেবা। আমার কথা তোমার মনে আছে?

লতিকা। মনে আছে কি রকম! তোমার কথা ভুলে যাব?

রেবা। তুমি আমার মাকে একবার দেখেছে বলে মনে হয়। (লতিকা সুভাষিণীকে প্রণাম করিল। নীহার আসিল, তার চেহারার এখন আর উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব নেই; লতিকার প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও কোমলতার ভাব আছে)

লতিকা। ইনিই আমার স্বামী। (নীহার নমস্কার করিল)

সুভাষিণী। পরিচয় হয়ে সুখী হলুম। এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার? (লতিকার প্রতি)

লতিকা। শুধু জল খাবেন, সে হয় না। একটু কিছু খেতেই হবে।

সুভাষিণী। তোমাদের এই নতুন বিয়ে, উৎপাত করে ভালো করিনি।

নীহার। না, না, কি যে বলেন! বরং আমার স্ত্রীর প্রথম ছোট খাটো একটা দুঃখে সান্ত্বনা দেবার মানুষ হলো।

সুভাষিণী। এত শীগ্‌গীর?

লতিকা। উনি দু'তিন দিনের জন্যে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছেন।

নীহার। আমরা এলাহাবাদে একটা বাড়ী নেওয়া ঠিক করেছি—তাই গিয়ে ঠিক করে আস্‌তে হবে। লতিকাও সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে নিয়ে উঠ্‌বার জায়গার সুবিধে হবে না বলে, তাকে রেখেই যেতে হচ্ছে।

সুভাষিণী। এই সুন্দর জায়গাটী ছেড়ে যাবেন?

নীহার। হাঁ, জায়গাটী বেশ সুন্দরই, আর খুব

নির্জ্জন—অন্ততঃ সাধু বাবা যখন তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন, তখন তাই মনে করেছিলেন নিশ্চয়।

লতিকা। আমরা ঠেকে শিখেছি। বাড়ীটা নেওয়ার সময় উনি জান্‌তেন না যে, "পশ্চিমভ্রমণ" নামক পুস্তকে এর ছবি দেওয়া হয়েছে।

নীহার। ভ্রমণকারী এবং তীর্থ যাত্রীদের অতিরিক্ত উৎসাহে আমরা একটু অতিষ্ট হয়ে উঠিছি—শুধু ঐ ঘরে নয়, আমাদের শোবার ঘরের প্রত্যেক কোণটিতে পর্য্যন্ত তারা সাধুবাবার স্মৃতির খোঁজ করতে আসে।

লতিকা। একজন এসে খাটানো মশারী পর্য্যন্ত তুলে ধরেছিল।

নীহার। প্রথমটা চাকর দাসী এইটুকু ইঙ্গিত করতো যে নব বিবাহিত দম্পতি একটু নির্জ্জনেই থাকতে চায়।

লতিকা। তাতে ব্যাপার আরো খারাপ হয়ে উঠ্‌ল—তারা আমাদের সঙ্গেই সাক্ষাৎ কামনা করতে লাগলো।

নীহার। যেন আমরা সাধুবাবার কেউ হই।

লতিকা। (রেবার হাত ধরিয়া) কিন্তু প্রকৃত

বন্ধুদেরে দেখার কি আরাম! আমরা এখানে আছি জান্‌লে কি করে?

(রেবা ও সুভাষিণী পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল)

রেবা। আমরা সহরেই যাচ্ছিলুম—তখন—

সুভাষিণী। তখন গাড়ীওয়ালা বল্লে যে সাধুর আশ্রম আমাদের দেখে যাওয়া উচিত।

নীহার। ওঃ, তাই অবিশ্যি—বড় খুসী—সন্তুষ্ট হলুম আমরা—

লতিকা। সাধুবাবার আশ্রম দেখানো আমাদের ইচ্ছা নয় তা বলিনি আমরা।

সুভাষিণী। কি সুন্দর দৃশ্য এখানকার!

লতিকা। (নীহারের প্রতি কাণে কাণে) ওঃ! কি মুস্কিলটাই হলো!

নীহার। এ নিয়ে খুঁত খুঁত করোনা লতি! যাই, আমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হই গে। তুমি আমার সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত গাড়ীতে যাবে?

লতিকা। না, না, চারিদিকে লোকের ভিড়ের মধ্যে আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারব না। অবিশ্যি আমি কাঁদব তা মনে করছি না।

নীহার। কাঁদবে! না চোখের জল ফেল্‌তে পারবে না, লতি। (অন্যেরা যখন দৃশ্য দেখিতেছে তখন গোপনে একটু আদর করিল) এইতো স্থললিত যে ঘুমিয়ে আছে, তুমি তাকে তুলে এঁদের অভ্যর্থনা কর।

(নিষ্ক্রান্ত)

লতিকা। দাদা! দাদা!

স্থললিত। এঁ্যা! এ কি? আমি কখন ঘুমিয়ে পড়লুম!

লতিকা। না জেনে এদের মনে আমি আঘাত দিয়েছি, চল এঁদেরে দুজনে একটু আদর অভ্যর্থনা করা যাক্।

স্থললিত। আচ্ছা, একটু দাঁড়াও। আমি ঠিক বল্‌তে পারি না—কোথায়—

(লতিকা স্থললিতকে টানিয়া রেবা স্থভার কাছে আনিল)

লতিকা। এই আমার ভাই স্থললিত, দাদা ডাকি বটে কিন্তু ও আমাকে দিদি ডাক্‌লেও পারে—বড় বোনের মতনই মানে, কি দাদা, কথা বলছ না যে, খুলে দাওনা একবার তোমার মুখখানা। রেবাকে তুমি বোর্ডিংএ দেখনি?

সুললিত। (এখনো অর্দ্ধ-জাগরিত, সুভাষিণীর প্রতি) হাঁ, ঠিক আপনাকে তো দেখিছি সেখানে। কতদিন হলো আপনি পড়া ছেড়েছেন ?

সুভাষিণী। এই পঁচিশ বৎসর হলো—তোমার জন্মের বহু পূর্ব্বে।

সুললিত। আঃ! কি ভুলটাই করলুম !

লতিকা। চল দাদা, এঁদের একটু জল খাবার দেওয়া যাক্।

(আসন পাতিয়া জল খাবার দিল, রেবাকে একটু দূরে দিয়া তার কাছে বসিল। সুললিত নিষ্ক্রান্ত)

রেবা। তুমি যে একেবারে গিন্নী হয়ে গেছ লতিকা, তা দেখে আমি নিজকেও যেন বড় বড় বোধ কর্চ্ছি।

লতিকা। গিন্নী হবার চেষ্টায়ই আছি—কিন্তু খুব যে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি তা বোধ হয় না।

রেবা। সেই চেষ্টা কেন ?

লতিকা। কারণ আমার স্বামীর স্ত্রীটি যে ছোট্ট খাটো তুচ্ছ রকম একটা থাক্‌বে তাতে আমার লজ্জা হয়।

রেবা। তাঁকে তুমি খুব ভালো বেসেছ দেখ্‌ছি।

লতিকা। ভালোবেসেছি! ভালোবাসাটা ভারি একটা সাধারণ কথা, ওতে আমার মনের ভাব প্রকাশ পায় না। আমার অন্তরতম ইচ্ছাটীর সার্থকতা চাইতে হলে আমার স্বামীর কেনা বাঁদী হতে হয় আমাকে!

রেবা। নাটকে ও উপন্যাসেই এ সব কথাগুলো পড়া যায় কিন্তু—

লতিকা। কিন্তু আমি সত্যি সত্যি এ কথা বলছি। মনের আগ্রহের আতিশয্যের যে কি বেদনা, তাহা বোধ হয় তুমি জান না।

রেবা। আমার বিশ্বাস ছিল কলেজের থামগুলোর ভিতর তার স্থান নেই।

লতিকা। বীজের স্থান আছে—অঙ্কুর উদ্গমের স্থান না হতে পারে, আমার স্বামীটিও আমার খুবই ভক্ত। আমার কোনো একটা কামনা প্রকাশ করতেও ভয় হয়, কারণ এ আমি নিশ্চয় জানি সেটা না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁর মনের শান্তি নেই! আমি যে দিকেই তাকাই, তাঁর চোখ দুটোও অলক্ষিতে সেই দিকে ফিরে, যদি আমি উঠে দাঁড়াই, তিনিও উঠে পড়েন, যদি আমি হাঁটি, তিনিও আমার পিছে পিছে যান। যখন তিনি আমার হাতটী ধরেন, তার ভঙ্গিটী এমন মনে হয় যেন

তিনি একটী সুকোমল সুগন্ধি ফুলের উপর হাত রেখেছেন, যখন তিনি আমার কাছে কথা বলেন, তখন স্বরটি নামিয়ে, এমনি মৃদু ও কোমল করেই বলেন যে মনে হয়, আমি যেন একটী অতি কোমল উপাদানে তৈরী বাঁশী, একটু জোরে বাতাস বইলেই বুঝি ফেটে পড়বে! আর এ সব কার জন্যে—না একটা স্কুল-ফেরৎ ছোট্ট মেয়ের জন্যে, তার না আছে পূরো শিক্ষিতার মর্য্যাদা, না আছে পূরো গিন্নীর মাধুর্য্য।

(একটী লোক বেহালা বাজাইয়া গান গাহিতেছে শোনা গেল)

সুভাষিণী। এ কি?

(লতিকা দৌড়িয়া গিয়া জানালার কাছে হাত বাড়াইয়া ইঙ্গিত করিল।

লতিকা। এ পণ্টু! আমার স্বামীর আশ্রিতদের মধ্যে একজন, উনি তাকে প্রতিদিন এসে গান গাইতে বলে দিয়েছেন।

সুভাষিণী। ওমা! আরো কত কিছু শুনব!

লতিকা। উনি পণ্টুকে অনেক রকমে সাহায্য করে আস্‌ছেন, পণ্টু ভারি গরীব, ঘরে তার অন্ধ মা। ওঁর খুব দয়া, সবাইর প্রতিই খুব দয়া।

সুভাষিণী। কিন্তু মা! এটুকু মনে রেখো বিবাহের পর প্রথম কিছুদিন সব স্বামীকেই স্ত্রীরা এ রকম মনে করে থাকে। এই প্রথম মাসে এ রকম ছাড়া আর কি আশা করতে পারে?

রেবা। মা, চুপ কর, লতিকা শুধু এটুকু বল্‌তে চাচ্ছে সে তার স্বামীর গুণের জন্যে গর্ব্ব অনুভব করছে। তা কোন্ স্ত্রীটিই না করে থাকে?

লতিকা। হাঁ, তাই আমি গর্ব্বও অনুভব করি, আবার খুব নরম হয়ে যেতেও ইচ্ছা হয়। এই দেখ না, যেই আমরা এখানে এলাম, উনি পাড়ার সমস্ত গরীব লোকের খোঁজে লেগে গেলেন, অল্প দিনের মধ্যে এমন হয়ে গেছে তাঁর নাম শুন্‌লে তারা দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে, আর আমি যখন ভগবানের নিকট তাঁর মঙ্গল কামনা করি, আমার মনে হয় সকলের ইচ্ছা যেন আমার ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে! তোমাকে ঠিক বল্‌ছি রেবা, আমি অনেক সময় লুকিয়ে মনের ভরপুর কৃতজ্ঞতার চোখের জল না ফেলে পারি না। আর তখনই আমি মনে মনে অনুভব করি যে মেয়েদের হৃদয় নির্দ্দয়তার চাইতেও দয়াতেই বেশী সহজে ভেঙ্গে পড়বার যো হয়!

সুভাষিণী। (আত্মগত) উঃ, তার আদর্শ স্বামী সম্বন্ধে মেয়েটার গর্ব্বতো দেখি অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে, এখন এতে ইতি না দিলে চল্‌ছে না।

(সুললিতের প্রবেশ)

সুভাষিণী। বলি ওগো, তোমার নিজের অসার সুখের কথা মাঝে মাঝে একটু বন্ধ করে, আমার মেয়েটার হয়েও একটু আনন্দ প্রকাশ কর্‌তে পার?

রেবা। না, না, মা।

লতিকা। ওর হয়ে আনন্দ প্রকাশ!

সুভাষিণী। আমরা যখন কাশী ছিলুম তখন সৌভাগ্যক্রমে রেবার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেল।

লতিকা। (রেবাকে আলিঙ্গন করিয়া) ঠিক রেবা?

রেবা। হাঁ।

সুভাষিণী। লতিকার স্বামীর গুণের তো আর অন্ত নেই দেখ্‌ছি। তবু মানুষের অনেকগুলি গুণই বিলাসের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায়ই আছে বলে মনে হয়!

লতিকা। রেবা, আমি আশা কচ্ছি তুমি সুখী হবে—না, নিশ্চয়ই আমারি মত সুখী হবে। বল না

তাঁর কথা ? দাদা, তুমি ওঁকে (সুভাষিণীকে দেখাইয়া) নিয়ে সব দেখিয়ে আন না, আমাদের ছোট্ট বাগানটিও দেখিয়ো।

(সুললিত সুভাষিণীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে লাগিল)

সুভাষিণী। (স্বগতঃ) সামাজিক মর্য্যাদা হিসাবে মেয়েটার গর্ব্বের কিছু নেই যা হোক্। (নিষ্ক্রান্ত)

লতিকা। বল, বল আমাকে সব মনের কথা।

রেবা। না, না।

লতিকা। বিলাস বাবু! বিলাস বাবু বল্লেন না তোমার মা ? ঠিক এই নামই তো ?

রেবা। লতিকা, আমি—আমি—এ বিষয়ে কিছু বল্‌তে পারব না ?

লতিকা। যার সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে, তার সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে পারবে না ?

রেবা। চুপ। আমি শুধু এইটুকু জানি যে বিলাস বাবু নামে একটি লোক আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন, আর তাঁরি সঙ্গে মাও আমাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমরা গরীব। মার বড় হবার উচ্চাকাঙ্খা আছে—তিন খণ্ড উপন্যাসের তুখণ্ড এরি মধ্যে পেয়ে বসেছেন।

লতিকা। তাহলে তুমি—তুমি তাকে ভালোবাস না?

রেবা। তাকে ভালোবাসি!

লতিকা। তা হলে এ ভেঙ্গে দাও। সে দিকে তোমার সাহায্য করতে পারি কি?

রেবা। তুমি সাহায্য করবে! আরে বোকা! পৃথিবীতে আমার ছোট্ট কোণটা পাথর কুঁদে তৈরী হয়েছে, সেখানে এমন পথটি নেই যাতে হাঁট্‌তে গেলে তোমার কোমল পা ক্ষত বিক্ষত না হয়ে যাবে!

সুভাষিণী। (ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক প্রান্তে ঢুকিয়া সুললিতের প্রতি) চমৎকার! বিলাস মধুপুরে এলেই তাকে এই সুন্দর বাড়ী দেখাতে নিয়ে আস্‌ব।

সুললিত। এই হচ্ছে বাগানের পথ।

সুভাষিণী। (লতিকা ও রেবাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া) আমিও ভেবেছিলুম তাই। লতিকার আর বড় বড় কথা কইতে হবে না। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

লতিকা। কিন্তু তুমি হয় তো ধীরে ধীরে বিলাস বাবুকে ভালোবাস্‌তে পারবে। ওঁর বয়স কম তো?

রেবা। হাঁ, কেউ ঠাকুর দাদা বলে ফেল্‌বে সেই আশঙ্কা নেই বটে!

লতিকা। সুন্দর?

রেবা। পুরুষের সৌন্দর্য্যের কোনো নির্দ্দিষ্ট মাপ-কাঠি নেই।

লতিকা। এমন উড়িয়ে দিয়োনা রেবা, উনি কি অবিবাহিত, না বিপত্নীক ?

রেবা। একটাও না।

লতিকা। একটাও না ?

রেবা। ওঁর উপসর্গটী ওঁকে ছেড়ে গেছে।

লতিকা। স্ত্রী ছেড়ে গেছে—বেচারী ! তা হলে তো তার প্রতি তোমার দয়া হওয়া উচিত।

রেবা। কেন ?

লতিকা। ওঁর দুঃখের জন্য। উনি নিশ্চয় খুব কষ্ট পেয়েছেন।

রেবা। না, কষ্টটা বিলাস বাবু মোটেই পাননি।

লতিকা। (সঙ্কুচিত হইয়া) তাঁর স্ত্রী ?

রেবা। লোকে তাই মনে করতো বটে। যাক্ সংসারটা তো তোমার জানা নেই, জেনে দরকারও নেই।

লতিকা। তুমি একেই বিয়ে করবে ? ওঃ ! কি লজ্জার কথা রেবা !

রেবা। লতিকা !

লতিকা। এ যে আমি ভাবতেই পারি না!

রেবা। চুপ কর! সারা পৃথিবীই আমার দিকে—ক্ষুদ্র এক বালিকার স্বর পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি করবে বল! আমার টাকা হবে—বুনিয়াদী বংশের জমিদারের গৃহিণী হব—আমার মা তো অন্ততঃ খুসী হবে। একটী কথা বলেও কি আমার পক্ষে এটা দুরূহতর করে দেওয়া তোমার উচিত?

লতিকা। এই লোকটার দুঃসহ লজ্জার বোঝার অংশ নেওয়া থেকে তোমাকে আমি রক্ষা করতে চাই।

রেবা। ওঃ, পুরুষের লজ্জার বিষয় সম্বন্ধে পৃথিবীর স্মৃতিশক্তি খুব বেশী দিন স্থায়ী নয়! কিন্তু মেয়েদের বেলায় অন্য রকম—পুরানো মদের মতন তাদের কলঙ্ক দিনে দিনে পাকা ও সমাজে স্থায়ী হয়ে উঠে।

লতিকা। কিন্তু তুমি তো ভুল্‌বে না—তুমি যে তোমার স্বামীর অতীত জীবনের ভারের চাপেই মারা যাবে।

রেবা। আমি! ওঃ! ওঃ! স্ত্রীর কাছে পুরুষের অতীতটা আবার ভাব্‌বার জিনিষ নাকি!

লতিকা। সেই তো তার গর্ব্ব অথবা তার লজ্জা! সেই তো তার মাথায় পড়বার মতন মুকুট অথবা তার

কপালের কলঙ্ক টীকা! সেই তো তার আলোক অথবা তার অন্ধকার—তার জীবন অথবা তার মৃত্যু!

রেবা। এই অল্প দিনের বিয়েতেই এত বড় বক্তৃতাটা আমার উপর ঝেড়ো না লতিকা! অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমার পার্থক্যটা শুধু এই যে বিলাস বাবুর কাহিনীটী প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, আর তাদের স্বামীদের পাপ কথা এখনো হয় নি!

লতিকা। এ সত্য নয়! এই ভাবে নিজের পক্ষ সমর্থন তোমার উচিত হচ্ছে না।

রেবা। এ খাঁটি সত্য কথা! মিথ্যা কথা শুন্‌তে না চাইলে কোন্ স্ত্রী তার স্বামীকে তার স্বাধীন জীবনের ইতিহাস খুলে বল্‌তে অনুরোধ করতে পারে?

লতিকা। কোন্ স্ত্রী পারে—<u>আমি</u> পারি!

রেবা। বোকা!

লতিকা। হাজার বার পারি! আমার স্বামীর ঘরে বসে তুমি ভালো লোকদের সম্বন্ধে এমন অন্যায় ধারণা কি করে করছ!

(ভ্রমণের উপযোগী পোষাক পড়িয়া নীহারের প্রবেশ—লতিকা দৌড়িয়া তাহার কাছে গেল)

সুভাষিণী। (সুললিতের সঙ্গে আসিয়া ঢুকিল) রেবা, আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

নীহার। (লতিকার প্রতি) কি ব্যাপার ? অনেক ক্ষণের জন্য দূরে সরে গেছিলাম না ?

লতিকা। তুমি দূরে গেলেই অনেকক্ষণ মনে হয়।

সুভাষিণী। যাই এখন তা হলে লতিকা।

লতিকা। (উদাসীন ভাবে) আসুন।

সুভাষিণী। লতিকা, এখানকার সব জিনিষই বেশ সুন্দর !

রেবা। (লতিকার প্রতি) ক্ষমা কর। দেখে শুনে আমার মেজাজ তিক্ত হয়ে গেছে। অনেক সময় মনে হয় পাগল হয়ে যাব।

লতিকা। আবার এসে দেখা করো রেবা। তুমি আমার স্বামীকে যখন আরো ভালো করে জানতে পারবে তখন বুঝ্‌বে তোমার দেখা শোনার কোথায় ত্রুটী রয়েছে।

(লতিকা রেবাকে আলিঙ্গন করিল)

সুভাষিণী। রেবা, ঐ বেহায়া মেয়েটা যেন অদূরেই গাছতলায় বসে আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি—এ বাড়ী থেকে বেশী দূরে তো যাইনি। আমারো ধৈর্য্যের সীমা আছে !

(সুললিত, রেবা ও সুভাষিণী নিষ্ক্রান্ত)

নীহার। লতি, দুই তিন দিন কাটিয়ে দাও কোনো রকমে।

লতিকা। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) কি করে কাটাব ?

নীহার। দু দিনেই সব ঠিক করে আস্‌ব—আমাদের নিজেদের এই প্রথম বাড়ীটি হবে। একবার ভেবে দেখ সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যখন ঘরের দরজাটা খুলে দেব !

লতিকা। আমাদের নিজেদের দরজা !

নীহার। নিজেদের দরজা, আর যখন সেখানে আমাদের টেবিল চেয়ার খাট ইত্যাদি সব আস্‌বাব পত্র দেখ্‌ব—আমাদের নিজেদেরই ছবি, আমাদের নিজেদের—(হঠাৎ থামিল)

লতিকা। ওগো !

নীহার। এই ছাড়াছাড়িটা হোক্ না দু এক দিনের জন্যে—ভারি কষ্টের।

লতিকা। ওগো, চিরকাল তাই থাক্‌বে।

নীহার। আমি চলে গেলেও পাড়ার ল্যাংড়া মেয়েটার কথা যেন ভুলো না—আর পণ্টু ও তার বুড়ো মার কথা।

লতিকা। না, না, তা ভুল্‌তে পারি !

নীহার। আর—আর—কাল ঐ দুটো শিশুকে যা দিয়েছিলেম, আজ তার দুনো করে দিও।

লতিকা। তা তোমার যদি ইচ্ছা হয় দিব, কিন্তু ওদের বাবা তো এখন আমাদের বাগানে কাজ করছে।

নীহার। তা করুক—দ্বিগুণ করে দিও, তিন গুণ করে দিও! বিবেকের দানে আমি এখনো কিছুই খরচ করছি না বলতে গেলে।

লতিকা। বিবেকের দান!

নীহার। আমার ছোট খাট দানগুলোকে আমি এই নামই দিয়েছি।

লতিকা। সকল দানকেই কি তুমি বিবেকের দান বলে থাক?

নীহার। না। কিন্তু লতিকা, ভালো স্ত্রীর পক্ষে যথেষ্ট ভালো এমন কোনো পুরুষ নেই। কাজেই তোমাকে অধিকার করবার যোগ্যতা কিন্‌বার চেষ্টা করছি—

লতিকা। আমাকে অধিকার করবার? এই অপদার্থ আমাকে!

নীহার। চেষ্টা করছি তোমার ভালোবাসা এবং সম্মান পাবার যোগ্যতা লাভ করতে।

লতিকা। ওগো তুমি যে কি রকম করে কথা বল্‌ছ। তুমি আমার পূজা পাবে না এমনটা যেন কখনো হতে পারে !

নীহার। কিছুতেই হতে পারে না ?

লতিকা। প্রিয়তম, এমন কি আছে যাতে এটা হতে পারে !

(লতিকার অলক্ষিতে বিনোদের প্রবেশ, কিন্তু নীহার তাহার দিকে যেন আতঙ্কের সহিত তাকাইয়া রহিল)

নীহার। বিনোদ বাবু !

বিনোদ। ক্ষমা করবেন। সুললিত আমাকে বলেছিল—

লতিকা। বিনোদ দাদা যে ! কি আশ্চর্য্য ! বিনোদ দাদা এখানে ! (অগ্রসর হইয়া তার হাত ধরিল)

সুললিত। (প্রবেশ করিয়া) আপনাকে এখানে দেখ্‌ব বলে তো আশা করতে পারিনি ! আর বিশেষতঃ নীহার বাবু, উনি তো সাধুবাবার স্মৃতি দেখ্‌তে আসেননি !

লতিকা। (নীহারের প্রতি) তুমি যে কিছু বল্‌ছ না ?

(বিনোদ এবং নীহার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লতিকার দিকে চাহিল)

নীহার। ঠিক সুললিত বাবু যেমন বল্লে আপনাকে মধুপুরের পাহাড়ে দেখ্‌ব এই আশা তো করতে পারিনি।

লতিকা। তারি জন্যে তো আরো বেশী খুসী হলুম!

বিনোদ। কিন্তু বলতে দুঃখ হয়, আমার এই আগমনকে নীহার বাবু বন্ধুর আগমন বলে কিছুতেই মনে করবেন না।

লতিকা। এত দূর দেশে কি তা হলে শুধু কাজের কথা বলতে এসেছেন!

বিনোদ। হাঁ!

লতিকা। তা বন্ধুভাবেই আগে সুরু করুন না—কাজের কথাটা একটু অপেক্ষা করুক।

বিনোদ। আমি অদ্য রাত্রেই চলে যাচ্ছি, অবিলম্বে নীহার বাবুর সঙ্গে আমার কথা শেষ করতে হবে।

নীহার। আমি আপনাকে শুধু পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারি। লতিকা!

লতিকা। আমি এই পাঁচ মিনিটে তোমার জন্যে একটি ফুলের তোড়া সাজিয়ে আনছি। (নীহারের প্রতি আদরের সুরে) পৃথিবীতে কাজের কথা বলে যে একটা জিনিষ আছে তা তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিয়েছ!

(লতিকা সুললিতের সঙ্গে দূরে বাগানের কাছে ঘুরিতে লাগিল—নীহার কতক্ষণ তার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বিনোদের সঙ্গে মুখোমুখি করিল)।

নীহার। আমাদের পরিচয়টা এক মাস আগে যে জায়গায় এসে বাধা পেয়ে থেমে গেছিল সেখান থেকেই এখন আবার স্বরু করতে আপনি এসেছেন নাকি ?

বিনোদ। দুঃখের বিষয় তাই আমাকে করতে হবে।

নীহার। বন্ধুভাবে না শত্রুভাবে ?

বিনোদ। দুয়ের কোনো ভাবেই নয়—আমি এসেছি কর্ত্তব্যের অনুরোধে।

নীহার। কোন্‌টা আপনার কর্ত্তব্য বলে আপনি মনে করেছেন ?

বিনোদ। এই, ললিতকুণ্ডুর কার্য্যাবলী সম্বন্ধে, আমার জ্ঞানের কথা আপনাকে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না।

নীহার। বিনোদ বাবু !

বিনোদ। আমি তো আপনার নাম মুখে আনিনি।

নীহার। আপনি সে বেচারীকে জানেন—আপনি জানেন তাঁকে ?

বিনোদ। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, সে খবর না জেনেই সে আমার কাছে এসেছিল, ঠিক যেদিন ঐ আপনার বিয়ে হচ্ছিল সেই দিন, তখনই।

নীহার। সে আপনার কাছে কি জন্যে এসেছিল?

বিনোদ। তাঁর পলাতক বিশ্বাসভঙ্গকারীর খোঁজে তাকে সাহায্য করবার জন্যে আমার কাছে এসেছিল।

নীহার। আমার স্ত্রী এবং তার ভাই রেলওয়ে ষ্টেশনে যে মেয়েটীকে দেখ্‌তে পেয়েছিল, সেই কি তা হলে?

বিনোদ। সেই।

নীহার। হায়! অদৃষ্টের কি চক্র!

বিনোদ। মিনিট দশেক তার সঙ্গে থাকৃতে না থাকৃতেই আমি ললিতকুণ্ডুর আসল পরিচয় জানুতে পেলুম।

নীহার। ওঃ!

বিনোদ। আর আমি ইচ্ছা করেই—যদিও কাজটা ভালো হয়নি—আমার এই আবিষ্কারের কথা তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখ্‌লুম।

নীহার। আমারি জন্যে?

বিনোদ। না; যে বালিকাকে আপনার স্ত্রী করেছেন তার জন্যে।

নীহার। আমার স্ত্রী! প্রফুল্লবালা এখন তার প্রতিশোধ নিতে পারে। আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী।

বিনোদ। আমি তাকে পরে চিঠি দিয়ে জানাব, এই টুকু জেনে সেই মেয়েটী সে দিন চলে যায়।

নীহার। বেশ!

বিনোদ। তার দেশের যে ঠিকানা সে দিয়েছিল, সেখানে পরদিন আমি চিঠি দিয়ে দিয়েছি, আমি তাকে এই মর্ম্মে চিঠি লিখেছিলুম, সে যেন সেই সময় থেকে এক মাসের মধ্যে কোনো কিছু একটা না করে।

নীহার। সে তো একমাস আগেই!

বিনোদ। হাঁ, ঠিক একমাস আগে।

নীহার। এখন আপনি কি করতে চান?

বিনোদ। আবার তাকে চিঠি দেব—চিঠিতে এই-টুকু জানাইয়া দিব যে তার সাহায্যার্থে আমি এই পর্য্যন্ত কিছুই করিনি, আর কিছু করবার ইচ্ছাও রাখি না।

নীহার। ওঃ, বিনোদ বাবু।

বিনোদ। আমাকে ধন্যবাদ দিবেন না! এক বেচারীর কথা ভেবে—আপনার স্ত্রীর কথা ভেবে—আর এক বেচারীর প্রতি—আপনারি ভাঙ্গা খেলার পুতুলের প্রতি আমি অবিচার করিছি! কার্য্যে এবং মনে এই একমাস আমি আপনার জন্যে মিথ্যাচরণ করেছি। এই একমাস তার কেটেছে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার মর্ম্ম-

পীড়ায়, আর আপনার কেটেছে নিশ্চিন্ত আরামে! এই সুযোগ আপনি পেয়েছেন—ভোগ করেছেন—তাতে আকণ্ঠ নিজকে নিমজ্জিত করে রেখেছেন—আর এখন আজ থেকে আপনার জীবনের খেলা আপনি একাই খেল্‌তে থাকুন—সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোনো মিত্রের সাহায্যের দাবী আর আপনার রইল না। আজ থেকে আমাদের পথ দুই দিকে।

নীহার। বিনোদ বাবু, শুনুন। একমাত্র আপনিই আমার সাহায্য করতে পারেন!

বিনোদ। আমি তাই করেছি—একমাস ধরে।

নীহার। যে মেয়ের প্রতি আমি অন্যায় আচরণ করেছি, অথবা যে মেয়েকে বিয়ে করেছি, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে আপনাকে আমি অনুরোধ করছি না, সেতো আপনি দেখাবেনই। কিন্তু এই হতভাগা আমিও আপনার একটু দয়ার দাবী করতে পারি।

বিনোদ। আপনাকে দয়া!

নীহার। বিনোদ বাবু, একমাস হলো আমি একে বিয়ে করেছি, হয়ত তখনই সত্যি সত্যি তাঁকে ভালো বেসেছিলাম তাও ঠিক বল্‌তে পারি না, কারণ ভালোবাসা জিনিষটা ছিল আমার কাছে এতদিন একটা

সুরের মত, যা দিনেক গুণ গুণ করে গেয়ে, চিরদিনের জন্যে ভুলে যেতে হয়! কিন্তু এটুকু আমি নিশ্চয় বুঝতে পারছি যে এখন মনে প্রাণে তাকে আমি ভালোবাসি!

বিনোদ। (ঘৃণার সহিত) ওঃ!

নীহার। আমি বিয়ে করেছিলাম তাকে যেন অন্ধকারে, তারপর সে যেন আমার হাত ধরে আমাকে আলোকের মধ্যে নিয়ে এসেছে! বিনোদ বাবু, এই পবিত্র মেয়েটীর সঙ্গ যেন আমার চোখে নূতন জীবন খুলে দিয়েছে! আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি—অনেক সময় যখন সে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার দৃষ্টি যেন আলোকে ঝল্‌সে যায়! আমি ছায়ার আড়াল না করে তার দিকে আর চাইতে পারি না। কিন্তু আপনিতো জানেন—কারণ আমার ভবিষ্যত আপনি পড়ে নিয়েছেন—আপনি জানেন আমার জীবনটী কেমন হয়ে উঠেছে! অতীতটা এসে আমাকে চেপে ধরেছে! আমি যে ভয়ঙ্কর ভঁয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি! আমি যে কোন অপরিচিতের আগমনে ভয় পেয়ে উঠি—অজানা হাতের লেখায় আঁৎকে উঠি—ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি—যেন

তার কাছে আমার জীবনের সত্য সব খুলে বল্‌ছি! আর একটা জিনিষ আছে যা আমার কাছে চূড়ান্ত কষ্ট অথচ অপার আনন্দ—স্বর্গের মত সুমধুর অথচ নরক যন্ত্রণার মত সুকঠিন—অভিশাপের মত নিষ্ঠুর অথচ আশীর্ব্বাদের মত সদয়—সেটী হচ্ছে আমার স্ত্রী—ভগবান আমাকে ক্ষমা কর! আমার স্ত্রী মনে করে আমি নিষ্পাপ!

লতিকা। (দূরে বাগান হইতে) ওগো! তোমাদের হলো?

বিনোদ। আপনার স্ত্রী ডাক্‌ছেন! তাড়াতাড়ি! বলুন—কি করে আপনার উপকার কর্ত্তে পারি।

নীহার। আঃ, বিনোদ বাবু!

বিনোদ। শুধু তার জন্যে—তার জন্যে!

নীহার। কলকাতা পৌঁছেই প্রফুল্লবালাকে ডাকিয়ে আন্‌বেন, তাকে সব খুলে বল্‌বেন, আর অনুরোধ কর্‌বেন যেন সে চুপ করে থাকে। তাকে আরো বল্‌বেন আমার শক্তিতে যতদূর কুলোয়, ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করব—সে যেন শুধু চুপ করে থাকে—শুধু চুপ!

লতিকা। (বাগান হইতে) ওগো! পাঁচ মিনিট তো হয়ে গেছে।

(কয়েকটী ফুল লইয়া লতিকা দৌড়িয়া প্রবেশ করিল,
সুললিত ধীরে ধীরে তার পিছনে আসিল)

লতিকা। কি, আমি কি একটু আগে এসে পড়েছি ? (নীহারের প্রতি) খারাপ সংবাদ কিছু শুনেছ—আমাকে আর দূরে পাঠিয়ে দিও না ! তোমার মনে যে ভারি ব্যথা !

নীহার। হাঁ, ভারি ব্যথাই বটে !

লতিকা। আমাকে ছেড়ে যাবে এ ছাড়া আর অন্য কিছুর জন্যে নয় তো ?

নীহার। তাই কি যথেষ্ট নয় ?

লতিকা। (তাহাকে ফুলের তোড়া দিয়া) তোমারি জন্যে এনেছি। (বিনোদের প্রতি) আপনাকে একটী ফুল দেওয়া কি নেহাৎ বেয়াদবী হবে ?

বিনোদ। তা দাও।

(অতুল ভ্রমণের পোষাক পরিয়া প্রবেশ করিল)

অতুল। আজ্ঞে, দরজায় গাড়ী দাঁড়িয়েছে।

নীহার। সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে বল। আমি বাগানের ভিতর দিয়ে লতিকার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছি।

(অতুল নিষ্ক্রান্ত)

লতিকা। আমার সঙ্গটী ভালো না লাগলে, এই আপনার সঙ্গে দাদা রইলো, বিনোদ বাবু। আপনিও কি আমাদেরে ছেড়ে যাবেন ?

বিনোদ। হাঁ, তা যেতে হবে। আজকে রাত্রেই বাড়ীর দিকে ফিরতে হচ্ছে।

নীহার। বিনোদ বাবুর সঙ্গে আমার আরো কিছু কথা আছে। (বিনোদের প্রতি) আমার সঙ্গে গাড়ীতে যেতে আপনার আপত্তি আছে ?

(বিনোদ নীরবে সম্মতি জানাইল)

নীহার। (দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) লতিকা, গাড়ী যখন ঐ উঁচু জায়গায় যাবে তখন গাড়ী যতক্ষণ দেখা যায় আমাকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করো।

লতিকা। হাতে ইঙ্গিত করবো ?

নীহার। হাঁ—তুমি হাত দিয়ে আমাকে ফিরবার জন্যে ইঙ্গিত জানালে—দূরে গিয়ে এই স্মৃতিটুকু আমি সব সময় মনে করে রাখতে চাই।

(তাহারা একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল)

বিনোদ। সুললিত, তাকে কখ্‌খনো বলো না—তোমার বোনকে, যে আমি তোমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করেছি। সে খুব সুখেই আছে ?

সুললিত। ওঃ! ভয়ঙ্কর সুখী! মেয়েটার খুব সৌভাগ্য বল্‌তে হবে!

বিনোদ। কেন?

সুললিত। পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোকটীকে স্বামী-রূপে পেয়েছে।

বিনোদ। ঐ দেখ, তারা আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে। যাই এখন।

(অগ্রসর হইল ও পরে নিষ্ক্রান্ত)

সুললিত। আসুন!...না, ওদের বিদায়ের সময় আমি আর উপস্থিত হচ্ছি না। লতিকা বোধ হয় কাঁদবে, আর কোনো মেয়ে কাঁদছে এ দৃশ্য আমি সইতে পারি না---তা দেখে বুকটা আমার কেমন কেমন করে উঠে, এখন নীহার তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। ঐ বিনোদ বাবু গাড়ীতে গিয়ে চেপে বস্‌ল, নীহারও মুখ ফিরিয়ে উঠে পড়্‌ল। ঐ গাড়ী চালিয়ে দিচ্ছে। বেচারী লতিকার মাথা নুয়ে পড়েছে। আঃ, ঐ আঁচল চাপলে মুখে। এ আমি সইতে পারি না।

(কাঁদিতে কাঁদিতে বামার প্রবেশ)

বামা। সুললিত বাবু!

সুললিত। কি খবর?

বামা। ওগো, মা ও মেয়ের সঙ্গে যে অল্প বয়সী স্ত্রীলোকটী এসেছিল, তাকে আবার হাঁটিয়ে এখানে ফিরিয়ে পাঠানো হয়েছে—সে নীচে দাঁড়িয়ে একটু জল খেতে চাচ্ছে, আঃ স্থললিত বাবু, বেচারীকে ভারি কাহিল আর কাতর দেখাচ্ছে!

স্থললিত। কাতর! কোথায় সে? (নিষ্ক্রান্ত)

(লতিকার প্রবেশ; বাহিরে পণ্টুর গান)

লতিকা। না, উনি নেই, আমি পণ্টুর গান শুনতে পারবো না। গৃহের প্রভু যখন গৃহে নেই, তখন এখানে আমোদ আহ্লাদ চলতে পারে না।

স্থললিত। (বাহির হইতে) লতিকা! লতিকা!

লতিকা। দাদা? (প্রফুল্লবালাকে সঙ্গে লইয়া স্থললিতের প্রবেশ, প্রফুল্লকে ভারি দুর্ব্বল দেখাইতেছে) (প্রফুল্লর হাত ধরিয়া) ওঃ! দাদা!

স্থললিত। সেই রেলওয়ে ষ্টেশনের ছোট্ট বন্ধুটী আমাদের।

প্রফুল্লবালা। না, না, আমি শুধু রেবার মা'র দাসী—অন্য কিছু নই। আমি ওঁর কথা শুনি না, এই বলে তিনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন ভয় দেখিয়েছেন।

কিন্তু আমি—আমি যে হাঁটতে পারি না, গায়ে যেন একেবারেই জোর নেই। কি করি ?

(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল, সুললিত তাহাকে ধরিল, লতিকা পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া জামা কাপড় ঢিলা করিয়া দিতে লাগিল।)

লতিকা। আঃ বেচারী ! আমার চাইতে এর বয়স বেশী নয়। দাদা, আমাদেরই আশ্রয়ে রইল এ ! বামা ! বামা !

সুললিত। বামা !

লতিকা। ওঃ, গাড়ী ! (দৌড়িয়া জানালার কাছে গিয়া হাত দিয়া তিনবার ইঙ্গিত করিল) ওগো, ফিরে এস ! আমার কাছে ফিরে এস !

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—মধুপুরের পাহাড়ের উপরকার সেই বাড়ী, প্রফুল্লবালা বিছানায় শুইয়া আছে। পাশে বসিয়া সুললিত তাহাকে বই পড়িয়া শুনাইতেছে।

সুললিত। আপনি হয়ত আমার বই পড়া শুনে শুনে হয়রাণ হয়ে গেছেন।

প্রফুল্ল। কেন?

সুললিত। কারণ এসব কথা আপনি হয়ত জানেন।

প্রফুল্ল। আমি তো বিশেষ কিছুই জানি না।

সুললিত। বিশেষ কিছু জানেন না! ওঃ!

প্রফুল্ল। না, এসব জানি না, আমাকে আর কেউ কখনো বই পড়ে শুনায় নি, আপনার মিষ্টি গলার স্বরটি শুধু উঠ্‌ছিল আর পড়্‌ছিল শুনছিলুম, তাই আমার বেশ লাগ্‌ছিল, কথার দিকে তো কাণ দিই নি, দিতে ইচ্ছাও হয়নি!

সুললিত। আজ সকালে আপনার শরীরটা বেশ ভালো লাগ্‌ছে না? সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন?

প্রফুল্ল। না—সম্পূর্ণ সারি নি, তবে মনে বেশ আনন্দ পাচ্ছি। কিন্তু আমি বড্ড মুস্কিলে পড়িছি—বলুন তো, আমার কি খুব শক্ত অসুখ করেছিল ?

সুললিত। (তার হাত ধরিয়া) হাঁ,—শক্তই তো প্রায় ব্রেইন্‌ফিবার হবার যো হয়েছিল।

প্রফুল্ল। অনেক দিন ছিল কি অসুখ ?

সুললিত। খুব অনেক দিন নয়, কিন্তু এতেই যে আমরা ভারি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

প্রফুল্ল। কয়দিন ?

সুললিত। তিন দিন।

প্রফুল্ল। তিন দিন—তিন দিন। জীবন থেকে তিন তিনটা দিন এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া! কি আশ্চর্য্য! আমার মনে হয় যেন মরে গিয়ে আবার এক সুন্দর নূতন পৃথিবীতে এসে জন্ম নিয়েছি।

সুললিত। বাড়ীর কর্ত্রী এ কথা শুনে খুব সুখী হবেন।

প্রফুল্ল। তিনি আমার এই নূতন পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সুললিত। এক দেবীতে তো আর নূতন পৃথিবীর সব কাজ হয় না!

(প্রফুল্ল তার হাতটী সুললিতের হাত হইতে সরাইয়া আনিল)

প্রফুল্ল। তাঁকে সাহায্য করতে তাঁর দেবতা ভাইটিও তো আছেন !

(লতিকা প্রবেশ করিয়া শায়িতা প্রফুল্লকে আলিঙ্গন করিয়া পাশে বসিল।)

লতিকা। ডাকে একটা চিঠি এসেছে—আমার স্বামীর, লুকিয়ে তাই পড়তে গিয়েছিলুম।

সুললিত। নীহার কবে ফিরবে লিখেছে, লতি ?

লতিকা। তা জানিনা—পরশুর চিঠি।

প্রফুল্ল। আপনার স্বামী ! আপনার বিয়ে হয়েছে ?

লতিকা। বিয়ে হয়েছে ! ওঃ ভুলেই গেছ্‌লুম—রোগী যে তার শুশ্রূষাকারিণীর কোনো খবরই জানেনা। বল্‌ছি আপনাকে, ভেবে নিতে পারেননি বলে আপনার দোষ ধরতে পারি না, কিন্তু বাস্তবিকই আমি ত যে সে লোক নই—নববিবাহিতা একটী স্ত্রীলোক। এই গিন্নী পদবীতে উন্নীতা হলাম বলে। যে সে লোক নই, নীহার বাবুর স্ত্রী !

প্রফুল্ল। (লতিকার হাত ধরিয়া) লতিকা দিদি—নীহার বাবুর স্ত্রী ; লতিকা দিদি—নীহার বাবুর স্ত্রী।

বার বার বলে মনে এঁকে রাখি—তাতে মনে হবে আপনি আমার বহুদিনের পরিচিতা।

লতিকা। আমার স্বামী এলাহাবাদে একটী নির্জ্জন জায়গায় একটা বাড়ী কিনেছেন—তাই ঠিক করে আস্তে গেছেন। তাঁকে শীগ্‌গীরই দেখতে পাবেন—আশা করছি, খুবই শীগ্‌গীর!

প্রফুল্ল। আপনার কাছে যাঁর এত মূল্য, তাঁকে আমারো দেখ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে, অবিশ্যি—তবে—

লতিকা। তবে কি?

প্রফুল্ল। তবে এটুকু জানি যে তিনি এসে পড়লে আপনাকে আমি হারাব।

লতিকা। চুপ, চুপ! সেই ভেবে কষ্ট করবেন না, আবার অসুখ বাড়বে।

প্রফুল্ল। এই তিন দিন মাঝে মঝে জ্ঞান হলে আপনার মুখটী আমার উপর যে ভাবে ঝুঁকে থাক্‌তে দেখেছি, তেমনটি দেখ্‌তে পেলে অসুখ হলেও আমি খুসি হব। ওগো লতিকা দিদি, একজন অপরিচিতাকে আপনি এমন সেবা যত্ন করে কেন বাঁচিয়েছেন?

সুললিত। আচ্ছা লতিকা, নীহার রেবার মাকে তাঁর ব্যবহারের জন্যে চিঠিতে খুব মন্দ বলে নি?

প্রফুল্ল। রেবার মা! তাঁর কাছে আর আমি ফিরে যেতে চাই না; ওগো তাঁর কাছে আর আমাকে পাঠিয়ে দেবেন না; ওগো, পাঠাবেন না, পাঠাবেন না।

লতিকা। না, না, নিশ্চয় না। (সুললিতের প্রতি) দাদা, আমাদের এই ছোট্ট অতিথিটীর কথা তাঁকে লিখিনি—আর তাকে আশ্রয় দেওয়াতে, রেবার মার রাগের কথাও জানাই নি। তা যদি লিখ্‌তুম, তা হলে হয়ত কাজ ফেলে আমার হয়ে যুদ্ধ করতে এখানে চলে আস্‌ত। ওকে তো চিনি।

প্রফুল্ল। আমাকে আশ্রয় দেওয়াতে রেবার মা'র রাগ। ওগো, তিনি আমার প্রতি এতটা নিষ্ঠুর কি করে হলেন!

লতিকা। চুপ বোন, রেবার মা'র প্রকৃতিই সেই রকম। যখন তিনি জান্‌তে পারলেন তার আশ্রিতাটী এখানে এসে আমার পরমাত্মীয়াটির মত আছে, তখনই তো ক্ষেপে উঠ্‌লেন, কেন ভাগিয়ে এনেছি বলে তিরস্কার করলেন।

সুললিত। এমন মেজাজের স্ত্রীলোক কখনো দেখিনি। আমি সদর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে গেছিলাম, দরজা পার হয়েই বল্লে ঝেড়ে ফেল্লুম এবাড়ীর

ধুলো পা থেকে, তবু ভাগ্যি এটা অলঙ্কার ছাড়া কিছু ছিল না ; কারণ ওঁর পা জোড়া তো যে সে পা জোড়া নয়, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে—

(বামার প্রবেশ)

বামা। রেবা দিদি এসেছে, দিদিমণি।

(নিষ্ক্রান্ত).

প্রফুল্ল। ওঃ, লতিকা দিদি !

লতিকা। ভয় পেয়োনা বোন, তুমি জাননা যে মুখটি অনেক সময়ই তোমার মুখের উপর এই তিনদিন ঝুঁকে থাক্‌তো সেটী রেবারই।

(একটু উত্তেজিত অবস্থায় রেবার প্রবেশ)

লতিকা। রেবা ! তুমি যে কাঁপছ—খারাপ খবর কিছু কি ?

রেবা। (লতিকার প্রতি শান্তভাবে) হাঁ, আমি তোমাকে বল্‌তে এসেছি। প্রফুল্ল, তুমি প্রায় সেরে উঠেছ দেখে সুখী হলুম। আমার কথা বিশ্বাস করছ না ?

প্রফুল্ল। (সঙ্কুচিত হইয়া) হাঁ, আমি—আমি অনেকটা ভালো।

রেবা। আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না—আমাকে তোমার কোনো ভয় নেই প্রফুল্ল।

(প্রফুল্ল রেবার দিকে তাকাইয়া তার কাছে গেল)

রেবা। (প্রফুল্লকে আলিঙ্গন করিয়া) (লতিকাকে একটা চিঠি দিয়া) একটা চিঠি, লতিকা।

লতিকা। তোমার মা লিখেছেন ?

রেবা। মা লিখেছেন, পড়।

লতিকা। (পড়িতে পড়িতে) ওঃ ওঃ ! রেবা, এর অর্থটা কি বুঝতে পারছ ?

রেবা। তোমার চেয়ে বেশী বুঝতে পেরেছি, লতিকা। প্রফুল্লবালার প্রতি লতিকার অতিরিক্ত দয়া দেখে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে রেবার মা লতিকার প্রতি যে রূঢ় ব্যবহার করেছেন এ তারি ক্ষমা ভিক্ষা, বুঝলে ?

লতিকা। হাঁ, ক্ষমা ভিক্ষাই বটে !

রেবা। আর একটী অনুরোধও আছে—মা নিজেই এসে ক্ষমা ভিক্ষা করতে চান।

(সুললিত এবং প্রফুল্লবালা বাগানের দিকে চলিয়া গেল)

লতিকা। চিঠির প্রত্যেক কথাটী তোমার মুখস্থ যে।

রেবা। দিনে দিনে মাকে বেশ ভালো রকমই চিনতে পারছি। লতিকা, বুঝতে পারছ না এর অর্থ কি ?

লতিকা। বুঝ্‌তে পেরেছি। তোমার মা একটু লজ্জিত হয়েছেন—

রেবা। না—এর অর্থ এই যে তিনি আজকেই বিলাস বাবুর চিঠিতে জেনেছেন যে তিনি তোমার স্বামীর একটী পুরাণো অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর দৈবাৎ তাদের দুদিন হলো এলাহাবাদে সাক্ষাৎ হয়েছে।

লতিকা। রেবা, তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না, কিন্তু আমি নিশ্চয় বল্‌ছি বিলাস বাবুর চরিত্রের কথা আমার স্বামী কিছুই জানেন না।

রেবা। হয় ত জানেন না, কিন্তু আমার মা মনে কর্ছেন তার আচরণের কথা হয়ত নীহার বাবুর কাছ থেকে বিলাস বাবু জান্‌তে পারবেন, তাই অবিলম্বে তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করা হচ্ছে।

লতিকা। ওঃ, (সুভাষিণীর চিঠি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।)

রেবা। ওঃ, লতিকা! আমার জীবনের পরাধীনতা আমাকে চেপে মারছে। মার কথা মাথা পেতে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে শক্ত অথচ না নিয়েও পারি না। আমি এসে তোমার এই বাড়ীতেও পৃথিবীর কালী মাখিয়ে দিচ্ছি—কিন্তু তোমার বাড়ীর হাওয়াটী এমনি মধুর

এবং পবিত্র যে এখানে না এসেও পারি না। তুমিও হয়ত আমাকে ঘৃণা করছ!

(অতুলের প্রবেশ)

লতিকা। অতুল।

অতুল। হাঁ।

লতিকা। উনি কোথায়? ওঁকে কি একা এলাহাবাদে রেখে এলে? ওঁর শরীর ভালো তো?

অতুল। শরীর ভালোই। তাঁকে এলাহাবাদে রেখে আসিনি তো, আজ সকালে মধুপুরে ফিরে এসেছি।

লতিকা। মধুপুরে ফিরে এসেছেন!

অতুল। কর্ত্তা এতটা শীগ্‌গীর আশা করেন নি, কিন্তু আগেই কাজ শেষ হয়ে গেলো—তাড়াতাড়ি এসে রাত্রির গাড়ীটা ধরে ফে ম। খুব সকালে এসে মধুপুর নেবে দু'এক ঘণ্টার জন্যে এক বন্ধুর বাসায় গেলেন।

লতিকা। দু'এক ঘণ্টার জন্যে বন্ধুর বাসায় গেলেন! তা হলে নিশ্চয় কোনো হেতু আছে?

অতুল। (লতিকার হাতে চিঠি দিয়া) হেতুটা এই যে, কর্ত্তা একজন অতিথি সঙ্গে নিয়া আসছেন—একেবারে সংবাদ না দিয়ে নিয়ে আসাটা তিনি ভালো মনে করেন নি।

লতিকা। একজন অতিথি ?

অতুল। হঁা—বিলাস বাবু।

লতিকা। বিলাস বাবু—এখানে! এ কি ব্যাপার!

রেবা। (অৰ্দ্ধ স্বগতঃ) এত তাড়াতাড়ি—এত তাড়াতাড়ি! নিশ্বাস ফেল্‌বার সময়টুকু যে পাওয়া গেল না!

(স্থললিত এবং প্রফুল্লবালার প্রবেশ)

লতিকা। (চিঠি পড়িতে পড়িতে আত্মগত) হুঁ, এ জান্‌তুম। বেচারী, এরূপ সঙ্গীর সঙ্গত্ব! আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছি, অতুল, উনি বোধ হয় এখনি এসে পড়বেন ?

অতুল। আমি যখন চলে এলুম, তখন ওঁরা জলযোগ কর্ছিলেন—এই আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বেন।

লতিকা। চাকরদেরে বলে দাও।

(অতুল নিষ্ক্রান্ত)

রেবা। লতিকা, এই লোকটার সাহচর্য্যে তোমাকে আস্‌তে হচ্ছে, এই চিন্তা আমার পক্ষে অসহ্য!

লতিকা। আর এই লোকটা হচ্ছে সেই যাকে নাকি তুমি শীগ্‌গীরই বিয়ে করতে যাচ্ছ!

রেবা। সত্য; কিন্তু বিয়ে করে তার সাহচর্য্যের অনেকটা হারাব বলেই আশা করছি। কিন্তু তুমি—ওঃ তোমার স্বামীরই দোষ—তাঁরই দোষ!

লতিকা। চুপ, রেবা। তুমি ওঁর প্রতি অবিচার করছ। দেখ না। (নীহারের চিঠি রেবাকে দিল) দাদা, উনি ফিরেএসেছেন! তুমিও বোন্ শুনে সুখী হবে। (প্রফুল্লের প্রতি)

রেবা। (চিঠি পড়িল) "প্রাণের লতি, কি ভাবে বাড়ী পৌঁছব অতুল বুঝিয়ে বল্‌বে। বিলাস বাবুর সঙ্গে আমার এক সময় পরিচয় ছিল, তাকে এখন কোন রকমেই ছাড়ানো গেল না। তার সঙ্গে তোমার বন্ধু রেবার বিয়ে ঠিক হয়েছে—তাকে দু' এক দিন আমাদের অতিথি হয়ে থাক্‌তে অনুরোধ করতে হলো, রেবার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করেই আমি এ করেছি; কিন্তু তাকে বেশী দিন থাক্‌তে অনুরোধ করো না, কারণ আমার স্ত্রীর পরিচিতদের মধ্যে একজন হবার মত লোক বিলাস বাবু নয়"।

(সুললিত ও প্রফুল্ল নিষ্ক্রান্ত)

লতিকা। (স্বগতঃ) ফিরে এসেছেন—ফিরে

এসেছেন—ওঃ! ফিরে এসেছেন! কিন্তু একা কেন তিনি আমার কাছে এলেন না!

রেবা। লতিকা, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—নীহার বাবুর প্রতি আমি অবিচার করেছি। কিন্তু যিনি আমার স্বামী হতে যাচ্ছেন, তাঁর সম্বন্ধে নীহার বাবুর ধারণাটা যে কি তা আমাকে জানানোর তোমার কোনো উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চয়?

লতিকা। হাঁ ছিল। বিলাস বাবুর মত লোককে সাধু সজ্জনেরা কি চক্ষে দেখে থাকে, তা তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া।

রেবা। (হাতে চিঠিটা পিষিয়া) বেশ—বেশ—আমি—লতিকা—ঠিক বলেছ, আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

লতিকা। রেবা।

রেবা। আমি জানতুম বিলাস বাবুর সঙ্গে আমার আবার সাক্ষাৎটা বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবেনা, সে সম্বন্ধে আমি কতকটা উদাসীন হয়েই ছিলুম এতদিন, কিন্তু সে সময় যখন এতটা নিকটে এসে পড়েছে, এখন যখন ভাব্‌ছি তার হাতে হাত রেখে আমার সব তাকে সমর্পণ করে দিতে হবে, তখন আমার সারা শরীর, সারা অস্তিত্ব

যেন একেবারে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে! এত সহজে, এত সম্পূর্ণ ভাবে তো আমি মরতে পারব না, এতো আমি মাথা পেতে নিতে পারি না!

লতিকা। রেবা, বোন্, আমি জান্‌তুম তোমাকে রক্ষা করা আমারই উচিত!

রেবা। কিন্তু, পারবে কি? আমি যে বড় ভীরু, তোমার চিত্তের সহজ সাহসটুকু যে আমার নেই। তুমি যদি আমাকে সাহায্য না কর, তাহলে আমি গেছি।

লতিকা। আমি পারব তোমার সাহায্য করতে, আমিই বিশেষ করে বলব তোমার মায়ের কাছে।

রেবা। সে দিকে কিছু মাত্র আশা নেই, কিছু মাত্র নয়!

লতিকা। তাহলে বিলাস বাবুরই সম্মুখীন হতে হবে।

রেবা। তুমি!

লতিকা। হাঁ, আমার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে! রেবা, দুর্ব্বল মেয়েদের হয়ে যুদ্ধ করবার মতন ভালো লোক এখনো আছে পৃথিবীতে—আমার স্বামী তোমাকে সাহায্য করবেন, তা তোমাকে আমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি।

(স্থললিত এবং প্রফুল্ল গভীর ভাবে কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল)

রেবা। চুপ্!

লতিকা। (রেবার প্রতি শান্ত ভাবে) তোমার মার কাছে ফিরে যাও, এখানে তাঁর সাক্ষাৎ পেলে সুখী হব, তাঁর চিঠির এই উত্তর গিয়ে তাঁকে জানাও।

(লতিকা এবং রেবা নিষ্ক্রান্ত)

প্রফুল্ল। (স্থললিতের প্রতি) না, না, এ করবেন না, আমার কাছে এমন ভাবে কথা বলবেন না। এ আমি শুন্তে পারি না, শুন্তে পারি না।

স্থললিত। এ বলে আপনার মনে আঘাত দিব বলে ভাবিনি, কিন্তু আমি বোকার মত ভেবেছিলুম আপনি হয়ত আমাকে—খুব অপছন্দ করেন—না ?

প্রফুল্ল। আপনাকে অপছন্দ! আপনার কাছে আর লতিকা দিদির কাছে আমি চিরকালের জন্য ঋণী, আপনাদের সম্বন্ধে আমার মনের ভাব মুখের ভাষায় আর কি করে বলব!

স্থললিত। তা তোমাকে আর আমাদেরে ধন্যবাদ দিতে হবে না, প্রফুল্ল—মুখে লজ্জার এই রকম লালিমা-টুকু দিয়ে যদি পার তো দিও, নইলে মুখের ভাষায় আর

দিয়ে দরকার নাই। তুমি আমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়ে দিচ্ছ তোমার ভালবাসা চেয়ে কেমন নীচের মত কাজ করিছি।

প্রফুল্ল। ওগো, থামুন, থামুন! আপনি এমন করে বল্‌ছেন আমি সইতে পারছি না।

সুললিত। তুমি আমাকে কেন ভালোবাস্‌তে পারছনা তা জান্‌বার কোনো অধিকার নেই আমার।

প্রফুল্ল। না, না—থামুন, থামুন!

সুললিত। তোমার মনে কি তা আমি শুধু আন্দাজে বল্‌তে পারি! ভালোবাসা এবং বিয়ের কথা তুল্‌বার পরিচয় আমাদের নেই, না? তা, বহুদিনের পরিচয় হলেও এ সত্য কথাটার খণ্ডন কিছুতেই হবে না যে তোমাকে ভালোবাস্‌তে আমার এক মুহূর্ত্তও লাগেনি।

প্রফুল্ল। না, আপনার সঙ্গে নূতন পরিচয় তারজন্যে নয়, বরং লতিকা দিদিকে ছেড়ে দিলে আপনিই আমার একমাত্র আপন জন। তারজন্যে নয়—তারজন্যে নয়!

সুললিত। তাই যদি—আমরাই যদি তোমার একমাত্র আপন জন হই—অন্য কাউকে তুমি ভালবাস না—অন্ততঃ এটুকু আমি জানি—

প্রফুল্ল। (চমকিয়া মুখ লুকাইয়া) অন্য কাউকে!

স্থললিত। অন্য কাউকে যদি—

প্রফুল্ল। না, না, অন্য কাউকে—অন্য কাউকে আমি ভালোবাসি না।

স্থললিত। তবু আমাকে ভালোবাস্‌তে পারছ না! উত্তর পেয়েছি, আঃ! প্রফুল্ল, ভালোবাসা না পেলে কারণ জান্‌তে চাওয়ার কোনো অর্থ নেই—আর কারণ থাক্‌লেও সে নিজের মধ্যেই। আমার ভগ্নীপতি এখনি বাড়ী ফিরবেন—এখানে আর আমার না থাক্‌লেও চল্‌বে। একটা শুধু অনুরোধ আপনার কাছে—আমার —আমার—এই নির্লজ্জ বোকামিটা যেন আপনার এই বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার কারণ না হয়।

প্রফুল্ল। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) এ আর আমি সইতে পারি না, আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে!

স্থললিত। প্রথম যখন আমাদের দেখা হলো, তখনই আপনার খুব কষ্ট ছিল বলে মনে হচ্ছিল। আপনার সেই কষ্ট যদি কিছুমাত্র লাঘব করতে পারি, তা না দেখে আমাদেরে ছেড়ে যাবেন না।

প্রফুল্ল। ওঃ! আমাদের দেখা না হওয়াই ভালো ছিল—ওগো, তাই ভালো ছিল!

সুললিত। কেন, আমি তোমাকে শুধু ভালোবাসি, প্রফুল্ল, আর তো কিছু করিনি। আমাদের দেখা না হওয়াই ভালো ছিল, এ কথা কি করে বল্লে, এমন নির্দ্দয় কি করে হলে ?

প্রফুল্ল। আঃ—না ! না ! আমার মত হতভাগিনীর এর চেয়ে সুখ ও সৌভাগ্য আর কি হতে পারে ! আমাকে বিদায় দিন—আমি চলে যাই।

সুললিত। না !

প্রফুল্ল। আমি চুপি চুপি চলে যাই। আপনার বোন্‌কে বলবেন তিনি তাঁর স্বামী এবং সন্তানগণ নিয়ে সুখে থাকুন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করে যাচ্ছি, বল্‌বেন আমি আপনাদের স্নেহের উপযুক্ত নই—কিন্তু না মরা পর্য্যন্ত আমি আপনার কথা আর আপনার বোনের কথাই বরাবর ভাব্‌ব।

সুললিত। না, লতিকার সঙ্গে দেখা না করে তুমি বাড়ী ছেড়ে যেতে পারবে না।

প্রফুল্ল। আমাকে আটকিয়ে রাখবেন না এখানে ! ওঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার জীবনের একমাত্র সুমধুর আশা আকাঙ্খা ছেড়ে যে চলে যাচ্ছি তার কারণ না বলে পারব না !

স্থললিত। তা হলে তুমি আমাকে ভালোবাসো! তুমি ভালবাস!

(স্থললিত প্রফুল্লকে ধরিয়া তার নিকট টানিয়া আনিল, কিন্তু প্রফুল্ল আগতা লতিকাকে দেখিয়া একটী ছোট্ট শব্দ করিয়া সরিয়া পড়িল।)

প্রফুল্ল। আমাকে ছেড়ে দিন! ছেড়ে দিন!

লতিকা। প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল। (লতিকার প্রতি নিম্নস্বরে) লতিকা দিদি! আপনি যাকে আশ্রয় দিয়েছেন সে কেমন নীচ, খারাপ, তা আপনি জানেন না! আপনার বাড়ীতে থাকার উপযুক্ত নই আমি! এ আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন—নিশ্চয় জান্‌বেন।

স্থললিত। লতিকা, আমরা পরস্পর কোনো দিন কোনো কথা লুকোই নি, আর আমাদের মধ্যে এ কথাও রয়েছে যে লুকোবও না।

লতিকা। দাদা!

স্থললিত। আমি—আমি প্রফুল্লকে বলিছি যে তাকে আমি ভালোবাসি, তাকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু প্রফুল্লর মনে কোনো কষ্ট আছে—সে আমাদিগকে

ছেড়ে যেতে চায়। কাজেই লতি, তুই আমার একটা কাজ করবি।

লতিকা। কি কাজ দাদা ?

সুললিত। এই তার এবং আমার দুজনারই।

(নিষ্ক্রান্ত)

লতিকা। প্রফুল্ল, প্রফুল্লবালা! আমি আমার ভাইকে খুব ভালোবাসি, বয়সে আমার চেয়ে এক বৎসরের বড় হলেও তাকে বরাবর ছোট ভাইয়ের মতই ভালোবেসে এসেছি—আর আমি ঠিক করিয়াছি কোনো ভালো মেয়ে দেখে তার বিয়ে দিব। কিন্তু তুমি যে এখন কি বল্লে—আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। প্রফুল্ল, কি হয়েছে—ব্যাপার কি ? কি বলছিলে ? (লতিকার পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিল) হাঁটু গেড়ে বস্‌লে কেন, প্রফুল্ল ?

প্রফুল্ল। কারণ, পৃথিবীতে চিরকাল এই খানেই আমার স্থান, তোমার পায়ের তলের মাটীর ঢেলার চেয়ে বেশী মূল্য আমার নেই, কারণ কোনো দিন আমি প্রলোভনে পড়েছিলাম—প্রলোভন জয় করিবার মত জোরও আমার ছিল না।

লতিকা। (মুখ ফিরাইয়া) ওঃ—প্রফুল্ল, প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল। তোমার ভাই আমাকে ভালোবাসেন যখন বুঝ্‌লুম, তখন এই সত্য বল্‌বার সুগভীর লজ্জার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইলুম। কিন্তু বলে ফেলে এখন একটু আরামই পাচ্ছি—আমি চলে যাচ্ছি ভাই, এখন আর তোমার চোখে কথনো এসে পড়ব না। যাই ভাই, বিদায়! বিদায়! পারো যদি ক্ষমা করো। (উঠিতে যাইতে প্রবৃত্ত)

লতিকা। না, না, দাঁড়াও! তুমি যা বল্লে শুনে যে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি। আমি—আমি—ঠিকমত যেন ঠাহর করে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।

প্রফুল্ল। সেই চেষ্টা করোও না—ঠাহর না হওয়াই ভালো।

লতিকা। কয়েক মিনিট আগেই তুমি—আমি—সরলা বালিকাই ছিলুম, এখনি যেন পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোক হয়ে উঠেছি বলে মনে হয়। দাদা—আমার ছোট্ট দাদাটি! কি করি ভাই এখন?

প্রফুল্ল। শুধু আমাকে চলে যেতে দাও।

লতিকা। তুমি চলে যাবে! তুমি এখন আমার জীবনের সামিল হয়ে গেছ, তোমার তো আর কেউ নেই, এমন সহায়হীন দুর্ব্বল যে তুমি—তোমাকে

রক্ষা করাই যে এখন আমার কর্ত্তব্য; আচ্ছা, কাপড় চোপড় ঠিক করে নাও, তাড়াতাড়ি। (প্রফুল্ল দ্বিধা করতে লাগিল) তাড়াতাড়ি! এই র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে দাও, (প্রফুল্ল তাই করিল, লতিকা টেবিলের কাছে বসিয়া লিখিতে লাগিল) তুমি আর এ বাড়ীতে ঢুকতে পারবে না; তোমার আর আমার ভাইয়ের যেন আর কখনো দেখা না হয়। হায়, ভাই আমার! আমি তোমাকে আমার একজন পরিচিত ব্যক্তির কাছে পাঠাচ্ছি, সে আমার জন্যে এটুকু করবে। আজ বিকেলেই গিয়ে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করব। প্রস্তুত হয়েছ?

প্রফুল্ল। হাঁ।

লতিকা। এইটা দিও—আর এই, এই কিছু টাকা। এস আমরা বাগানের ভিতর দিয়ে যাব।

(দু'জনে অগ্রসর হইল, হঠাৎ প্রফুল্লবালা ভীতি-ব্যঞ্জক চীৎকার করিয়া উঠিল।)

লতিকা। প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল। (সিঁড়ি হইতে লতিকাকে টানিয়া আনিয়া) এসে পড়, এসে পড়, ঐ দেখ! ঐ দেখ!

লতিকা। (বাগানের দিকে চাহিয়া) আমার স্বামী আর বিলাসবাবু।

প্রফুল্ল। এই সেই—এই সেই !

লতিকা। সেই ! বিলাসবাবু !

প্রফুল্ল। আমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে। সত্যি নাম তার এখনি জান্‌লুম। এই নিজকে ললিতকুঞ্জ নামে চালিয়েছিল।

লতিকা। ওমা ! তারা যে এদিকেই আস্‌ছে !

প্রফুল্ল। ওগো, আমাকে লুকিয়ে রাখ, লুকিয়ে রাখ ! তার সঙ্গে মুখোমুখী হবার সাহস আমার নেই। ওগো, আমাকে লুকিয়ে রাখ।

(কাঁপিতে কাঁপিতে সোফার কাছে গিয়া তার আড়ালে ঢলিয়া পড়িল)

লতিকা। প্রফুল্ল !

(প্রফুল্লবালার কাছে লতিকা বসিল এবং তার বাহুদ্বারা তাকে রক্ষা করিবার মত করিয়া জড়াইয়া ধরিল, সেই সময়ে নীহার ও বিলাস সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল)

বিলাস। ফু ! ধূলোয় যে একেবারে শ্বাসরুদ্ধ হবার যো হয়েছে, তুমি তো হেঁটেই আস্‌বে !

নীহার। দুঃখিত হলুম। চল, দেখা হবার আগে কাপড় চোপড়টা একটু পরিষ্কার করে নেবে।

(উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত)

লতিকা। প্রফুল্ল! জানো এই লোকটীর সঙ্গেই রেবার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছে ?

প্রফুল্ল। আমি—আমি তাদেরে তার কথা বল্‌তে শুনেছি, কিন্তু কে তখন বুঝ্‌তে পারিনি। ভগবান রেবা দিদিকে রক্ষা করুন !

লতিকা। না, না! তুমিই তাকে রক্ষা কর্‌তে আমাকে সাহায্য করবে।

প্রফুল্ল। আমি !

লতিকা। হাঁ তুমিই—এই দুর্ব্বল নারীকে যদি এই আসন্ন ভয়ঙ্কর জীবনের কবল হতে তুমি উদ্ধার করতে পার তা হলে ভবিষ্যতে মনে অনেকটা সুখ ও শান্তি লাভ করবে।

প্রফুল্ল। আমি কি করতে পারি ?

লতিকা। তুমি তার মাকে বুঝিয়ে বল্‌তে পার—রেবার মনে যে দুর্ব্বলতা আছে তা দূর করে দিতে পার।

প্রফুল্ল। তারা আমার কথা বিশ্বাস করবে না, কেনই বা করবে ?

লতিকা। তা হলে, তারা যদি তোমার কথায় বিশ্বাস না করে, তাদের সাম্‌নে কি এই দুশ্চরিত্র লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি করুতে পারবে ?

প্রফুল্ল। না, না ! মাসের পর মাস আমি তাঁকে খুঁজছিলুম, কিন্তু এখন তাকে কাছে পেয়ে ভাব্‌ছি এখন আমাদের মধ্যে শত শত মাইল ব্যবধান হউক, কারণ এখন আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি তার অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া হাজার গুণে ভালো !

(বামার প্রবেশ)

বামা। রেবা দিদি ও তাঁর মা এসেছেন।

প্রফুল্ল। ওঃ !

লতিকা। তাদেরে এ ঘরেই ডেকে নিয়ে এস।

(বামা নিষ্ক্রান্ত)

প্রফুল্ল। আমাকে ছেড়ে দাও—আমি চলে যাই।

লতিকা। যেতে চাইলে চলে যাও প্রফুল্ল, কিন্তু জেনো তুমি কর্ত্তব্য ছেড়ে পালাচ্ছ।

প্রফুল্ল। আমার কর্ত্তব্য—আমার কর্ত্তব্য ! তিনি যদি এ কথা শুনেন, তা হলে কি আমার সম্বন্ধে ওঁর কিছুমাত্র ভালো ধারণা হবে ?

লতিকা। তিনি ?

প্রফুল্ল। সুললিত বাবু—তোমার ভাই।

লতিকা। আমার তো মনে হয় হবে।

প্রফুল্ল। তা হলে—আমি যাবনা—আমার কর্ত্তব্য করতেই চেষ্টা করব।

(সুভাষিণী ও রেবা ঢুকিতেই প্রফুল্লবালা সোফায় ঢলিয়া পড়িল। সুভাষিণী হাত বাড়াইয়া লতিকার দিকে অগ্রসর হইল।)

সুভাষিণী। মা—লতিকা !

লতিকা। (উদাসীন ভাবে) বলুন।

সুভাষিণী। আমাদের—আমাদের কি বল্‌ব—ভুল ধারণা সম্বন্ধে তোমার কাছে আর কি বল্‌ব ?

লতিকা। কিচ্ছু বল্‌বার দরকার নেই, কিচ্ছু না।

সুভাষিণী। আমরা কিছুই বলব না, বুড়ো হলে মেজাজ ঠিক থাকে না, তা একথা ভুলে যেও মা। আর দেখতো মা আমার কত কষ্ট, মেয়েটাকে তো হারাতে বসেছি।...হারে প্রফুল্ল, অসুখ করেছিল তোর ? এই টুকু শিখে নে, মা, শক্ত হওয়াটাকে নির্দ্দয়তা বলে আর কখনো ভুল করিস না। এমন দুর্ব্বল শরীরে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকিস্ না। (প্রফুল্ল সোফায় বসিয়া পড়িল)

আমিতো শুনে একেবারে আনন্দে আত্মহারা ! লতিকা, বিলাস নাকি তোমার এখানে অতিথি হতে যাচ্ছে?

লতিকা। আমার স্বামীর সঙ্গে এই ভদ্রলোকটীর পরিচয় আছে শুনে আমি আশ্চর্য্য হলুম !

সুভাষিণী। শুধু পরিচয় নয়, তারা যে অনেক দিনের পুরানো অন্তরঙ্গ বন্ধু ! আর তুমি এ খবরটা জাননা ! চমৎকার !

লতিকা। আবার বল্‌ছি—আমি শুনে আশ্চর্য্য হলুম !

সুভাষিণী। তা তো স্বাভাবিকই, বিলাসকে তোমার বেশ লাগ্‌বে। বেচারি অনেক ভুগেছে—তা যাক্, এখন আগুণে পোড়া সোনার মত মুক্ত হয়ে এসেছে।

লতিকা। আমার স্বামী—আমি নিশ্চয় বল্‌ছি বিলাসবাবু সম্বন্ধে খুব অল্পই জেনে তাঁকে এ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন।

সুভাষিণী। চমৎকার ! সকলের এক জায়গায়ই দেখা হবে। বিলাস কি তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন থাক্‌বে ?

লতিকা। না।

সুভাষিণী। থাকবে না ?

লতিকা। না, কারণ দুঃখের সহিত বল্‌তে হচ্ছে বিলাসবাবুকে এখানে অভ্যর্থনা করে আনবার আমার মোটেই প্রবৃত্তি নেই !

সুভাষিণী। আমারো স্বীকার করতে হচ্ছে যে, কথাটা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না। তোমার স্বামীর বন্ধু—

লতিকা। না, আমি বিলাসবাবুকে যেমনটী জানি, আমার স্বামী ততটুকু জানলেই বুঝতে পারবেন বিলাস বাবুটী কোনো ভদ্র পুরুষ কিম্বা ভদ্র মহিলার সঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত নন !

সুভাষিনী। আমার মেয়ের সঙ্গে যার বিয়ের ঠিক হয়েছে, তুমি তারি সম্বন্ধে কথা বলছ এ কথা কি ভুলে গেলে ? রেবা, তুই কি বোবা হয়ে গেছিস ?

(লতিকা রেবার দিকে ফিরিল, রেবা মাথা নোয়াইয়া হাতে হাত চাপিয়া বসিয়া আছে)

লতিকা। রেবা ! রেবা !

(রেবা টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইল)

রেবা। মা, বিলাস বাবুকে বিয়ে করতে আমাকে বলো না ; ওগো, এ আমি পারব না—পারব না !

সুভাষিণী। ওঃ, বুঝ্‌তে পারলুম—এতক্ষণে সব বুঝতে পারলুম! (লতিকার প্রতি) তুমি আমার মেয়েকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ কোন্ সাহসে শুনি? (রেবার প্রতি) চল্, বাড়ী চল্, এ বাড়ীতে আর তুই ঢুকৃতে পারবি না। এই মেয়েটার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের এই ফল!

লতিকা। রেবা!

সুভাষিণী। কি! তুমি কি ভাব্‌ছ তোমার এই নৈতিক ন্যাকামো দিয়ে রেবার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে? তাই যদি—এইটুকু তুমি জেনে রেখো যে আমার একটী কথা—একটি চোখের ইঙ্গিতে তোমার এক মাসের বক্তৃতার চেয়েও বেশী কাজ করবে এই দুর্ব্বল অকৃতজ্ঞ মেয়েটার উপর! চল্ এখন। (সুভাষিণী রেবাকে লইয়া যাইতে লাগিল)

লতিকা। রেবা!

রেবা। আমি—আমিতো বলিছি তোমাকে যে আমি ভীরু। যাই লতিকা।

লতিকা। ওঃ, রেবা!

রেবা। আমাকে রক্ষা করতে তুমি যথাসাধ্য করেছ—

লতিকা। না, আমার যথাসাধ্য এখনো করিনি। প্রফুল্ল! প্রফুল্ল! (সোফা হইতে প্রফুল্লবালা বহু আয়াসে উঠিয়া দাঁড়াইল, লতিকা তার হাত ধরিল) এই দেখুন! লোকটার জীবনের ইতিহাস যে পাপ কাহিনীতে পূর্ণ, তারি একটা জ্বলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে, এই চোখের সামনেই! তারি অত্যাচারের কাছে বলি-রূপে বিসর্জ্জিতা এই নারী! সে ছদ্ম নামের আড়ালে অবলার উপর উৎপীড়ন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না—সে ছুরি দিয়ে আঘাত করে, কিন্তু মেরে ফেলবার মত দয়া তার নেই—তিলে তিলে কিন্তু নিশ্চিতরূপে মরণের পথে নিয়ে যাওয়াই হয়েছে তার কাজ!

সুভাষিণী। বরাবরই আমার মনে আশঙ্কা ছিল যে এই মেয়েটা নেহাৎ অপদার্থ। কিন্তু শুন্‌তে পারি কি এর দুশ্চরিত্রতার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?

লতিকা। শুধু এইটুকু। যে লোকটিকে সে এতদিন খুঁজছিল, তার গতিবিধি প্রফুল্লবালা এইমাত্র জান্‌তে পেরেছে।

সুভাষিণী। এর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই।

লতিকা। এটা আপনার ভুল।

সুভাষিণী। ভুল!

লতিকা। হাঁ। কারণ, এই লোকটী যদি প্রফুল্ল-বালাকে বিয়ে করে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করত, তা হলে আপনার মেয়েকে এখন আর বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না!

রেবা। ওঃ!

সুভাষিণী। এ মিথ্যা কেলেঙ্কারী সৃষ্টি করা হচ্ছে!

লতিকা। (প্রফুল্লর প্রতি) কেমন, এ কথা সত্য নয়?

প্রফুল্ল। এ সত্য। (শোফায় পড়িয়া মুখ লুকাইল)

রেবা। ওঃ, লতিকা!

সুভাষিণী। এই সব চরিত্রের স্ত্রীলোকেরা মিথ্যা উপন্যাস রচনা করেই খেয়ে বাঁচে, আর যে সব স্ত্রী-লোকেরা তাদের আশ্রয় দেয়, তারা তাদের রক্ষক নয়, তাদের পাপেরই অংশাদার! (রেবার প্রতি) শুন্‌লি? চলে আয়।

রেবা। না, না! লতিকা।

(নীহার এবং বিলাসের প্রবেশ)

লতিকা। এসেছ!

নীহার। (আদরের সহিত) লতিকা! (সুভাষিণী

ও বেরাকে নমস্কার করিল) লতিকা, বিলাস বাবুর সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দি। (প্রফুল্লবালা ভীত দৃষ্টিতে শোফা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল)

বিলাস। (লতিকার প্রতি) আপনার সঙ্গে আমার—

লতিকা। (নীহারের প্রতি) না, না, আমাকে ক্ষমা কর—বিলাস বাবুর সঙ্গে আমি পরিচয় কর্ত্তে পারি না !

নীহার। (চাপা গলায়) লতিকা !

লতিকা। বিলাস বাবু তার যদি হেতু জানতে চান, তা হলে তাঁকে শুধু এই মেয়েটীর অস্তিত্ব স্মরণ করতে বল্‌ব—এই মেয়েটীর কাহিনী আমার জানা আছে। (লতিকা প্রফুল্লবালাকে ধরিয়া দেখাইল)

প্রফুল্ল। না, না !

লতিকা। প্রফুল্লবালা ! (নীহার ভীত নিরুপায় দৃষ্টিতে প্রফুল্লর দিকে তাকাইয়া রহিল)

বিলাস। আমার সম্বন্ধে নীহার বাবুর স্ত্রীর ধারণাটি যদি এর চেয়ে কম কাল্পনিক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হতো, তা হলে সেই ধারণার বিরুদ্ধে কথা বলবার মতন অশিষ্টাচারী আমি হতুম না, কিন্তু নীহার বাবুর স্ত্রীকে আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে এই যুবতীটিকে এই

মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে আর কখনো দেখিনি! (লতিকা বিস্মিত হইয়া প্রফুল্লর দিকে চাহিয়া রহিল)

সুভাষিণী। প্রফুল্ল, তুমি কি বলছ যে বিলাস বাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

প্রফুল্ল। না, না! তাকে আমি চিনি না! একটা ভুল হয়ে গেছে, আমি—

সুভাষিণী। ভুল?

প্রফুল্ল। আঃ! আমি যাই! আমাকে ছেড়ে দিন। (লতিকা দৃঢ় করিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিল)

সুভাষিণী। তা হলে তুমি কি বল্‌তে চাও যে নীহার বাবুকে তুমি চেন? (বিলাস এবং লতিকা নীহারের দিকে ফিরিল, দেখিল নীহার হাতে হাত বদ্ধ করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সমুখ পানে চাহিয়া আছে)

লতিকা। প্রফুল্ল! প্রফুল্ল! (সত্য কথাটা তার মনে খেলিয়া গেল) ওঃ!

প্রফুল্ল। হায়! কি করলুম! এর চেয়ে যে আমার মরণও ভালো ছিল! ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন! বাঁচবার উপযুক্ত নই আমি! আমাকে মেরে ফেল! হায়! (বাগানের সিঁড়ি দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল; লতিকা প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল)

সুভাষিণী। বিলাস, চল যাই আমাদের বাসায়। রেবার মনের উপর দিয়া কি ঝড়টাই গেছে !

বিলাস। (নীহারের দিক হইতে লতিকার দিকে চাহিয়া) খেদ প্রকাশের বোধ হয় এ সময় নয়—

সুভাষিণী। খেদ প্রকাশ! এই বিশ্রী জাত-ক্রোধের সৃষ্ট কেলেঙ্কারী থেকে একজন সম্মানিত ভদ্র লোকের চরিত্র যে মুক্ত হয়েছে, তার জন্যে খেদ প্রকাশ ! খেদ প্রকাশটা আমাদের দিক থেকে তো হতে পারে না। চল, আমি প্রস্তুত।

রেবা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) লতিকা—লতিকা ! (সে লতিকার হাত ধরিল, লতিকা সেইরূপ দাঁড়াইয়া রহিল।)

সুভাষিণী। রেবা, চলে আয় !

(সুভাষিণী, রেবা, বিলাস নিষ্ক্রান্ত)

নীহার। (পরিবর্ত্তিত স্বরে) লতিকা—লতিকা ! তুমি আমাকে ঘৃণা কর—তুমি ঘৃণা কর। (তার মুখের দিকে চাহিয়া) দেখ্‌তে পাচ্ছি তুমি আমাকে ঘৃণা কর !

লতিকা। (অত্যন্ত চেষ্টা করিয়া কথা বলিল) অস্বীকার কর—অস্বীকার কর।

নীহার। অস্বীকার করব !

লতিকা। অস্বীকার কর।

নীহার। আমি—আমি—হায়, ভগবান! আমি অপরাধী! আমি অপরাধী! আমি অপরাধী! আমার জীবনের কাহিনী বল্‌তে অনুরোধ করো না—বল্‌তে পারব না—পারব না। সে পাপের কথা—সব পাপের কথা। তোমাকে না দেখা পর্য্যন্ত—ওগো তোমাকে না দেখা পর্য্যন্ত। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?

(লতিকা দুইবার মাথা নাড়িল, মুখে সেই শূন্য স্তম্ভিত দৃষ্টি)

নীহার। তারপর সব বদলে গেল! আমি তোমাকে ভালোবাসি—তোমাকে ভালোবাসি! সারা পৃথিবীতে তোমা ছাড়া আমার আর কিছুই নাই, এখন তোমার চোখ খোলা এবং বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিন ও রাত্রি হয়। তুমি ছাড়া আমার আর কিছু নেই! তুমিই আমার সব!

(পণ্টু বাহিরে বেহালার সুর ভাজিতেছে শোনা গেল। লতিকা কাঁপিয়া যাইতে চেষ্টা করিল।)

আমাকে ছেড়ে যেওনা! ছেড়ে যেতে পারবে না তুমি! তোমা ছাড়া আমি বাঁচব না। ওগো, দয়া কর! দয়া কর! দয়া! (জানু পাতিয়া বসিল) আমি অনুতাপ কচ্ছি! নূতন জীবন আরম্ভ করতে আমায়

সাহায্য কর ! আমার বয়স খুব বেশী হয় নাই, না সেরে আমি মরব না। তুমি আমাকে দিয়ে গর্ব্ব করতে পার এমন কাজ না করে আমি মরব না ! ওগো, আমাকে আশা দাও !

লতিকা। (যেন স্বপ্নে) অস্বীকার কর !

নীহার। আমি অপরাধী তা তুমি জান। দয়া কর ! আমাকে অন্ততঃ একটু ক্ষীণ আশা দাও। এক বৎসরের পরে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। দু'বছর— দশ ! সামান্য একটু আশা—শুধু একটু ক্ষীণ আশা !

লতিকা। অস্বীকার কর।

নীহার। অস্বীকার করতে পারি না ! না, মিথ্যা দ্বারা অভিশপ্ত জীবনকে—আবার মিথ্যা দিয়ে দুর্ব্বলতর করতে পারবো না—লতিকা—

লতিকা। যাও !

(এক মুহূর্ত্ত পরে নীহার শান্তভাবে বাহির হুইয়া গেল ; লতিকা তারপর মুর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।)

চতুর্থ অঙ্ক।

দৃশ্য—বিনোদের বসিবার ঘর। সন্ধ্যা হইয়াছে। বাতি জ্বালা হইয়াছে। বিনোদ বসিয়া এস্রাজে একটি করুণ সুর বাজাইতেছে আর লতিকাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে—লতিকা বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

লতিকা। বিনোদ দাদা!

বিনোদ। কি?

লতিকা। দাদার বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বিনোদ। শীগ্‌গীরই ফিরবে।

লতিকা। মুখে সেই ক্লান্ত আশাহীন দৃষ্টি নিয়ে—তা দেখে যে আমার বুক ছিঁড়ে যায়। জানেন কি দাদা এমন সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত কেন ঘুরে বেড়ায়?

বিনোদ। জানি কিনা জিজ্ঞেস্ করছ?

লতিকা। হাঁ, আপনি জানেন, আপনি জানেন যে দাদা প্রফুল্লবালাকে খুঁজ্‌ছে।

বিনোদ। সেই রকম একটা আমারো মনে হয়েছে। এখানে এসে খুঁজ্‌ছে কেন?

লতিকা। আমরা সেই ভয়ঙ্কর মধুপুর ছেড়ে চলে আসবার আগেই সে জায়গা ছেড়ে গিয়েছে নিশ্চয়

জেনেই এখানে এসে খুঁজ্‌ছে—সে তার দেশের বাড়ীতে যায়নি—দাদা ভাব্‌ছে কল্‌কাতাতেই কোথাও আছে।

বিনোদ। স্খলিলত তোমার কাছে কি কিছু বলে ?

লতিকা। না, বেচারি—কিন্তু আমি জানি, আমি জানি, আমি জানি। ওঃ; সে তাকে ভুল্‌তে পারছে না এযে ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর !

বিনোদ। চুপ, এ সব বিষয় না ভাব্‌তেই তোমার চেষ্টা করতে হবে।

লতিকা। চেষ্টা করছি—চেষ্টা করছি। কতদিন যাবৎ আমি ও দাদা এখানে এসেছি, মনে কর্‌তে পার্চ্ছি না।

বিনোদ। দশ দিন আগে তোমরা মধুপুর ছেড়েছ। আজ আট দিন যাবৎ তোমরা আমার নিঃসঙ্গ জীবনের অংশ নিচ্ছ।

লতিকা। বিনোদ দাদা, এমন ভয়ঙ্কর সঙ্গের চেয়ে আপনার নিঃসঙ্গ জীবনের অংশ নেওয়া অনেক ভালো !

বিনোদ। ভালো ! না।

লতিকা। হাঁ, ভালোই তো। আপনাকে বল্‌বার সময় দাদা কাছে থাকে এই আমার ইচ্ছা ছিল—আমি কাল খুব সকালে এখান থেকে চলে যাচ্ছি !

বিনোদ। কাল ?

লতিকা। হাঁ, আমি আমাদের বোর্ডিংএর প্রভা-দিদিকে লিখে দিয়েছি—আমি সেখানেই ফিরে যাব। সেখানে মেয়েদের সঙ্গেই গিয়ে আমি থাক্‌তে চাই—আবার তাদের সঙ্গে বেড়াতে খেতে, সম্ভব হলে হাস্‌তে খেলতে চাই, এইমাত্র ছয় সপ্তাহ আগে যেমনটি ছিলুম ঠিক সেই রকম—হায়, ছয় সপ্তাহ আগে !

বিনোদ। আর—সুললিত ?

লতিকা। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে এসে দেখা করবে—সেই আগে যেমন করত। সবই যেমনটি ছিল সেই রকম হবে—ঠিক সেই রকম।

বিনোদ। কিন্তু এখানেই কি তুমি থাক্‌তে পার না ? যেতে চাইলেই এত তাড়াতাড়ি কেন ?

লতিকা। তাড়াতাড়ি—কারণ যদি এখানে এসে দেখা করতে চায়—কার কথা বলছি বুঝ্‌তে পারছেন তো ?

বিনোদ। হাঁ।

লতিকা। আমার সঙ্গে যদি দেখা করতে আসে, তাহলে আমি কোথায় আছি জান্‌বার জন্যে প্রথম আপনার কাছেই তার আস্‌তে হবে।

বিনোদ। তা হলে অবশ্য তুমি তার সঙ্গে দেখা করবে ?

লতিকা। এখনো নয়। আমি নির্দ্দয় নই—নির্দ্দয় কোনো কালেই ছিলুম না—শুধু দেখা করবার জন্যে আমি এখনো প্রস্তুত নই।

বিনোদ। কখন প্রস্তুত হবে ?

লতিকা। কি করে বলি ? আমার মনে হয় যেন আমার মৃত্যু হয়েছে, মৃত্যুর পর যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছি। প্রাণহীন একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করে ওঁর কি হবে ?

বিনোদ। তার তবে কি কোনো আশা নাই ?

লতিকা। জানি না।

(সুললিতের প্রবেশ—তাহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ম্লান দেখাইতেছে)

লতিকা। দাদা !

সুললিত। কি বোন্ ?

বিনোদ। তোমাকে যে ভারি ক্লান্ত দেখাচ্ছে, সুললিত ?

সুললিত। হাঁ, একটু ক্লান্তই বটে।

বিনোদ। হেঁটে হেঁটে?

সুললিত। হাঁ, চরকির মত, কল্‌কাতার এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে। আমার হাতে একটা কাজ আছে কি না—আর কেউ যদি তা নিয়ে ভয়ঙ্কর ভাবনায় পড়ে যায় তো লোকে শুধু হা করে চেয়ে থাকে, নয় হাসে তার বেশী কিছু করে না। কি পোড়া কপালে সহর! গরীব অসহায় পেলে একেবারে তপ্ত বালির মত শুষে নেয়, কিন্তু দেখে নিয়ো আমি নিঙ্‌ড়িয়ে রস বেড় করে নেব—একেবারে সোজা নিঙরিয়ে—তা না কর্চ্ছি তো আমি কি বল্লুম।

লতিকা। (কাণাকাণি করিয়া বিনোদের প্রতি) আমি তো বলিছি আপনাকে তাকেই খুঁজ্‌ছে।

বিনোদ। হাঁ।

লতিকা। যদি পায় তাহলে কি করা যাবে?

বিনোদ। কিছু নয়। অদৃষ্টের হাতেই সব ফেলে দিতে হবে।

লতিকা। অদৃষ্ট!

বিনোদ। আমরা যা ভাবি তার চাইতে অদৃষ্টই আমাদের জীবনের ভালো নিয়ামক! তোমাকে যে ভারি অসুস্থ দেখাচ্ছে। (লতিকা ঘার নাড়িল) তোমার জন্যে কিছু ফল আন্‌তে বলে দিয়েছি, এতক্ষণ

তো তা এসে পড়বার কথা। যাই, দেখে আসি। সুললিত যে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

(নিষ্ক্রান্ত)

লতিকা। (সুললিতের উপর ঝুঁকিয়া) ভারি ক্লান্ত হয়েছে। (আত্মগত) দাদা, আপনার বলতে এখন একমাত্র তুমিই, আর তুমিও আমার নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছ! তুমি আর এখন আমার নও—তোমার চিন্তাও অন্য এসে অধিকার করে বসেছে। এক সঙ্গেই স্বামী ও ভাইকে হারানো কি ভয়ঙ্কর! ফিরে এস, আমার কাছে ফিরে এস।

(দরজায় জীর্ণ অসুস্থ অবস্থায় প্রফুল্লবালার আবির্ভাব)

লতিকা। ওঃ! প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল। হাঁ! আমিই, লতিকা দিদি!

লতিকা! এখানে কি করে এলে?

প্রফুল্ল। তুমি মধুপুর ছেড়ে আসা অবধি আমি তোমার কাছে কাছেই আছি। তোমার ভাই এবং বিনোদ বাবুর গতিবিধি লক্ষ্য করে, তুমি এখানেই আছ কিছুদিন আগে জান্‌তে পেরেছি। যদি কাউকে দিয়ে বলে পাঠাতুম তা হলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে না, কাজেই এখানে ঢুকবার সুযোগ অপেক্ষা

করছিলাম। আমার কথা না শুনে আমাকে তাড়িয়ে দিও না!

লতিকা। বস, আমি একটু ভেবে দেখি।

প্রফুল্ল। আচ্ছা।

লতিকা। (সোফায় সকলের দৃষ্টির আড়ালে যেখানে সুললিত নিদ্রিত সেই দিকে চাহিয়া স্বগতঃ) অদৃষ্ট তাদেরে আবার একত্র টেনে এনেছে, বিনোদ দাদা বলেন অদৃষ্টই অনেক সময় জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়ামক। আমি তাদেরে মিলিয়েও দিব না, পৃথক করেও দেব না। অদৃষ্টই আমার হয়ে যা করবার করুক।...আচ্ছা, বল, খুব নিম্ন স্বরে।

প্রফুল্ল। (বাড়ীর ভিতরের দিক দেখাইয়া) তোমার ভাই ভিতরে নেই?

লতিকা। না, আমার কাছে কি চাচ্ছ?

প্রফুল্ল। এই টুকু বলতে! এখানকার এক ভদ্র লোকের পরিবারের সঙ্গে আমি পশ্চিমে চলে যাচ্ছি—তাঁরা সেখানকারই প্রবাসী—দৈবাৎ কথা হয়ে ঠিক হয়ে গেল। পরশুই রোয়ানা হচ্ছি—এই আমার শেষ দেখা।

লতিকা। আমি কি কোনো বিষয়ে তোমার কোনো সাহায্য করতে পারি?

প্রফুল্ল। না, না, না। কিন্তু যাবার আগে আমার মনটা পাত্‌লা করবার জন্যে তোমাকে কিছু বলে যেতে চাই—তুমি শুনবে তো? সে কথা এই—তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি করেছি! করিনি? করিনি?

লতিকা। হাঁ।

প্রফুল্ল! আচ্ছা, তা'হলে তাঁর প্রতি সুবিচার করতে হলে—তোমার এ টুকু জানা উচিত, আমিই তাঁকে প্রলোভনে ফেলেছি, তিনি আমাকে ফেলেন নি, পুরুষটিরই দোষ, মেয়েটির নয়, তোমাকে এ কথা বুঝাতে গিয়ে আমি মিথ্যা বলিছি, আমি অপদার্থ; পৃথিবীর আবর্জ্জনা বিশেষ—ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেও তাই ছিলুম—যা ভাব্‌ছ তার চেয়ে উনি অনেক ভালো লোক। শুন্‌লে তো?

লতিকা। প্রফুল্ল, তুমি কি ভাব্‌ছ তুমি যে মিথ্যা কথা বল্‌ছ তা আমি টের পাচ্ছি না?

প্রফুল্ল। মিথ্যা কথা!

লতিকা। গল্প দিয়ে তুমি আমার দুঃখ ভুলাতে চাচ্ছ। কিছু লাভ নেই, আমার স্বামীর মুখ থেকেই আমি সত্য কথাটী শুনেছি।

প্রফুল্ল। তা'হলে আমার প্রতি দয়া দেখিয়ে তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও। তোমার জীবনের সব নষ্ট করে দিয়েছি এই টুকু মনে নিয়ে আমাকে মরতে দিয়ো না, মনে কর আমারি সব দোষ—আমারি সব দোষ! (স্থলিত ঘুমের মধ্যে নড়িয়া উঠিল) কে এখানে?

লতিকা। আমার ভাই।

প্রফুল্ল। (কানাকানি করিয়া) আমার কথা শুনেন নি। আমি যাই।

লতিকা। প্রফুল্ল, আমি তোমার নিকট সত্য গোপন করব না! দাদা এখনো তোমাকে ভালবাসে।

প্রফুল্ল। না, না।

লতিকা। কয়দিন যাবৎ দিন রাত তোমাকে খুঁজ্‌ছে—তোমারি জন্যে ক্লান্ত হয়ে এখন ঘুমুচ্ছে।

প্রফুল্ল। ওগো, বলো না, বলো না আমাকে।

লতিকা। না জাগিয়ে তোমাকে যেতে দিলে, আমার অন্যায় হবে, আমি বলে দিলুম—এখন বাকীটা তোমারি উপর নির্ভর করছে।

প্রফুল্ল। আমার উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করলে তার জন্যে ভগবান তোমার মঙ্গল করুন! আমাকে দিয়ে তোমার কোনো ভয় নেই। যাই এখন।

লতিকা। প্রফুল্ল, আমি বড় গোলে পড়েছি। আমাদের দুজনেরই বড় কষ্ট—দুজনেরই কষ্ট!

প্রফুল্ল। ভবিষ্যতে একদিন আমার স্মৃতিটী যখন ওঁর ম্লান হয়ে যাবে, তখন তুমি তাঁকে বল্‌বে, কেমন?

লতিকা। হাঁ, হাঁ।

প্রফুল্ল। (দ্বিধার সহিত) এই শেষবার ওঁর মুখটি আমাকে দেখ্‌তে দিবে? (লতিকা সম্মতি জানাইল) [স্থললিতের মুখ দেখিয়া] বিদায়। (লতিকার প্রতি) তাঁকে বলে দরকার নেই।

(প্রফুল্লবালা ধীরে ধীরে স্থললিতের মুখের উপর ঝুকিয়া সেখানে একটী চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল, সোফার আড়ালে সে সরিয়া পড়িতেছে, তখন স্থললিত চোখ খুলিল এবং লতিকা সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাইল).

স্থললিত। লতি, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম—যেন (প্রফুল্ল বাহির হইয়া গেল—সেই শব্দ শুনিয়া) এ কি?

(এক ঝুড়ি ফল লইয়া বিনোদের প্রবেশ)

ওঃ, বিনোদ বাবু যে।

লতিকা। (নিম্ন-স্বরে বিনোদের প্রতি) আমাকে

কিছু টাকা ধার দিন—কিছু টাকা। কেন চাচ্ছি—পরে বল্‌ব।

বিনোদ। (লতিকার প্রতি) টাকা না নোট?

লতিকা। যাই হোক—দুইই।

(টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া বিনোদ তাকে কিছু টাকা দিল—লতিকা নিষ্ক্রান্ত)

বিনোদ। সুললিত!

সুললিত। কি?

বিনোদ। তাড়াতাড়ি—তোমার বোন ফিরবার আগে! তোমাকে আমার বলতেই হবে। আজ রাত্রেই নীহার বাবু এখানে আস্‌ছে।

সুললিক। নীহার বাবু!

বিনোদ। পাঁচ মিনিট আগে তাঁর এই চিঠি পেলাম—মাত্র এই কয়ছত্র—কল্‌কাতায় ফিরে এসেছে—আজ রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করেছেন।

সুললিত্। দেখা কর্‌ছেন না আপনি?

বিনোদ। কেন নয়? ভারি কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁর হাতের লেখাতেই তা বুঝা যায়।

সুললিত। কষ্ট পাচ্ছেন! অন্যকে যে টুকু দিয়েছেন

নিজেও তা ভোগ করুন। আমার বোন কি কষ্ট পাচ্ছে না? প্রফুল্লবালা কি কষ্ট পাচ্ছে না? আমি কি কষ্ট পাচ্ছি না?

বিনোদ। স্থললিত, স্থললিত! প্রতিহিংসা নেওয়ার চেয়ে ভালো জিনিষ করবার আছে।

স্থললিত। তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে দয়া দেখানো খুব সোজা—বিনোদ বাবু!

বিনোদ। চুপ! দেখতে পাচ্ছ না তার স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন ছাড়া তার জীবনে আর কোনো সুখ শান্তি নেই?

স্থললিত। পুনর্মিলন!

বিনোদ। তার উঁচু আদর্শ নষ্ট হয়েছে, তার মোহ ভেঙ্গেছে, কিন্তু সময়ে নীহার বাবুর পাপ দূর হতে দূরে গিয়ে পড়বে, অভ্যাস হয়ে গেলে—সে দিকে আর সে ভুলেও ফিরে চাইবে না।

স্থললিত। বিনোদ বাবু, আপনি জানেন না। স্বামী স্ত্রীর একটা সাময়িক ঝগড়া মিটোতে গিয়ে—উকীলের মতই আপনি যুক্তি প্রয়োগ কচ্ছেন!

বিনোদ। তা জানি না!

স্থললিত। বুক হতে হৃদয়টা ছিঁড়ে এনে পায়ে মাড়িয়ে দিলে কেমন হয় আপনি জানেন না?

বিনোদ। সুললিত, চুপ কর!

সুললিত। জেরা করে টাকা গুণে আপনাদের জীবন কাট্‌ছে, ভালোবাসার ভীষণ কষ্টের পরিমাণ আপনারা কি করে করবেন? বিনোদ বাবু, আমরা যেমন ভালোবেসে সব হারিয়েছি, তেম্‌নি করে যদি ভালোবেসে সব হারা'ন তবে বুঝ্‌বেন!

বিনোদ। যদি হারাই—(অলক্ষিতে পিছনে লতিকার প্রবেশ) যদি হারাই! সব হারাণোতে তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে পার ভাব্‌ছো না কি? তোমার ঐ ছোকড়ার প্রথম আবেগটুকু যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসবে তখন আমার কাছে এস, পুরুষের ক্ষুধার্ত্ত, আশাহীন, সীমাহীন প্রেমের কথা তখন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

সুললিত। বিনোদ বাবু!

বিনোদ। আমি তোমার বোনকে ভালোবাসি, বোর্ডিংএর বাগানে তাকে প্রথম দেখা অবধিই তাকে ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু বাল্যের কোমল সরলতা আমার ভালবাসায় কোনরূপ উত্তেজিত না হয় সেই ভাবে নিজ হৃদয়ের গভীর প্রেমে স্তব্ধ হয়ে আমি অপেক্ষা করে ছিলুম—আমি অপেক্ষা করেই ছিলুম। অপেক্ষা করে ছিলুম—অন্য কেউ এসে তাঁর কপোলে প্রথম চৈতন্যের

স্ফূরণ জাগিয়ে তুল্‌বে বলে—অপেক্ষা করে ছিলুম, তাকেই সে তার পূজার দেবতা করবে বলে—অপেক্ষা করেছিলুম সেই দেবতাই কবে এসে তার হৃদয় ভেঙ্গে দেবে বলে! আর আজ অপেক্ষা কচ্ছি তাদেরই পুনর্মিলনের জন্যে!
(হাতে মুখ লুকাইয়া বসিয়া পড়িল)

স্থললিত। বিনোদ বাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন। এ আমি কখনো ভাবিনি। হায়, তাই যদি হতো!

বিনোদ। সে কি আর হয়! চিরকালই এ চলে আস্‌ছে, মেয়েরা সেই সব পুরুষদেরই ভালোবাসে উজ্জ্বল প্রজাপতির মত যাদের আকৃতি প্রকৃতি—প্রাত্যহিক জীবনের ফিকে রংএ তাদের মন ভুলে না—সঙ্গীতের সুরে তাদের জীবনের ভবিষ্যৎ বাঁধা হয়ে আছে তারা শুন্‌তে চায়, এইটুকু ভাবে না বহু চেষ্টায় সাধা কৃত্রিম সুর সেটী, ভাবে না যে তাতে বহু নারীর অশ্রুজলের ইতিহাস লুকানো আছে, আর যখন জান্‌তে পারে তখন আর ফিরানো অসম্ভব!

(লতিকা আত্ম-প্রকাশ করিল)

স্থললিত। লতিকা!

বিনোদ। লতিকা, তা হলে কি শুন্‌তে পেয়েছ?

লতিকা। হাঁ।

বিনোদ। তুমি শুন্‌তে পাও, এ আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার অন্তরের গোপন কথা নীরব ধৈর্য্যের সহিত আমার সঙ্গেই নিয়ে যাব ভাব্‌ছিলুম। দুঃখটা আমারি—শুধু আমারি।

লতিকা। আমি—আমি যে কি বল্‌ব জানি না। যাই এখন। কাল্‌কে আর আমাদের দেখা হবে না, খুব সকালেই চলে যাব।

বিনোদ। এস।

লতিকা। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, বিনোদ দাদা!

(সুললিত এবং লতিকা নিষ্ক্রান্ত)

একটী ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। নীহারবাবু এসেছেন। (নিষ্ক্রান্ত)

বিনোদ। নীহারবাবু!

(নীহারের প্রবেশ, খুব দুর্ব্বল, কোন রকমে হাঁটিয়া আসিল)

নীহার। বিনোদবাবু!

বিনোদ। আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে! বসুন।

নীহার। মধুপুরেই অসুখ হয়েছিল। আগে আস্‌তে পারিনি, আস্‌বার শক্তি ছিল না।

বিনোদ। শুনে ভারি দুঃখিত হলুম। আমার কাছে কি চান ?

নীহার। আপনার বন্ধুত্ব। বন্ধু বল্‌তে পারি এমন আর কেউ নেই আমার পৃথিবীতে, বিনোদবাবু, আপনি জানেন সে কোথায় আছে ?

বিনোদ। হাঁ—জানি।

নীহার। বলুন—বলুন আমাকে।

বিনোদ। তা বল্‌তে পারব না।

নীহার। আপনার পায়ে পড়্‌ছি। আপনি যা বলবেন তাতেই স্বীকার আছি, যা খুসি তাই করুন আমাকে শুধু, শুধু বলুন সে কোথায় আছে। (বিনোদ নীরব) ওঃ! আপনি জানেন না আপনি কি কচ্ছেন। আমি পাগল হয়েছি! ঐ সে যখন তার কাছ থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, তখনকার তার মুখটিই আমি দিনরাত চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি। দিনরাত তার সেই শেষ কথা, "যাও" ছাড়া আর আমি কিছুই শুন্‌তে পাচ্ছিনা। সেই কথাটি আমাকে ঘুমুতে দিচ্ছে না; আমার কানে ও মাথায় তাহা দিনরাত বাজ্‌ছে। তার কাছ থেকে অন্য একটি কথা, একটি অতি সাদা কথা শুন্‌তে পেলেই আমি এটা ভুলে যেতে পারতুম। শুধু

বলুন সে কোথায় আছে। আমার স্ত্রী, বিনোদবাবু—আমার স্ত্রী।

বিনোদ। নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করলে—বলতুম, কিন্তু তার বিশ্বাস নষ্ট করতে পারি না।

নীহার। তা হলে আমার প্রতি একটু নরম হয়নি সে—একটুও না, বিনোদবাবু ?

বিনোদ। আপনার ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে হবে।

নীহার। ধৈর্য্য !

বিনোদ। কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

নীহার। অপেক্ষা ! মনে হচ্ছে কত যুগ চলে গেছে তাকে হারিয়েছি—কত যুগ ! কিন্তু সে এখনো আমার প্রতি একটুও নরম হয়নি ?

(মাটির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া পড়িল)

বিনোদ। (স্বগত) এখন একে দেখ্‌লে নিশ্চয় তারো দয়া হতো—এখন তাদেরে মিলিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। আমার যথাসাধ্য আমি করব, তা করতে পারলেই আমার সান্ত্বনা (নীহারের প্রতি) এখান থেকে আজ রাত্রে আপনি কোথায় যাবেন ?

নীহার। কয়েক ঘণ্টার জন্যে এখানে আপনার ঘরেই আমাকে বিশ্রাম করতে দিন।

বিনোদ। আপনি যেখানে উঠেছেন—সে জায়গা কি ছেড়ে এসেছেন ?

নীহার। আমি কোথাও উঠিনি তো ; এখানে আসবার আগে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম।

বিনোদ। এখানেই এক ঘরে আপনার থাক্‌বার যোগাড় কর্‌ছি !

নীহার। না, না, শুধু এখানেই আমি থাক্‌তে পারি। এখানেই আমি থাক্‌ব।

বিনোদ। এখানে কেন ?

নীহার। কারণ কাল সকালে একটী বন্ধুর চোখ্ আমার উপর এসে পড়বে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারব।

বিনোদ। কিছুর প্রয়োজন হলে ভৃত্যদেরে ডাক দেবেন—

নীহার। (স্বগত) কিছু প্রয়োজন হবে না—কিছু প্রয়োজন হবে না।

বিনোদ। আমি যাই এখন।

নীহার। সে কোথয় আছে আপনি আমাকে বলবেন না ?

বিনোদ। তার অনুমতি না পেয়ে বল্‌তে পারছি না।

নীহার। আপনি তা হলে বল্‌তে চান—পাছে ঠিকানা জেনে তাকে অনুসরণ করি তাই সে সতর্কতা নিয়েছে—আমাকে এড়াবার ? (বিনোদ নীরব) উত্তর পেলুম।

বিনোদ। (স্বগত) সে নরম হবে—আমি জানি হবে।

নীহার। আজ্‌কে আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না, বিনোদবাবু ?

বিনোদ। না—আমার সঙ্গে দেখা হবে না, যাই তবে।

নীহার। আসুন।

বিনোদ। (স্বগতঃ) কিন্তু তার সঙ্গে হবে ; আমি জানি সে নরম হবে। (নিষ্ক্রান্ত)

নীহার। বোকা ! বোকা ! তুমি মধুপুরেই কেন মরতে পারনি ? এই দীর্ঘ পথ কেন শরীরটাকে এখানে শেষ করে দিতে টেনে নিয়ে এলে ? এটুকু কি আগে ভাব্‌তে পারনি !—(পকেট হইতে একটা শিশি বাহির করিল) তাকে ছেড়ে আমি থাকৃতে পারি না এটুকু প্রমাণ করে দিতে পারলে হয়ত সে আমার প্রতি দয়া দেখাবে। আমি তা জানৃতে পারৃব না, কিন্তু তখন হয়ত তার দয়া

হবে—(শিশির তরল পদার্থ খাইতে প্রবৃত্ত) কিন্তু যদি আমি ভুল বুঝে থাকি ! যদি তাকে ফিরে পাবার কোনো সম্ভাবনা থেকেই থাকে ! তাকে ফিরে পাবার ! না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি ! যা হারিয়েছি তার কতটুকু ফিরে পাওয়া যেতে পারে ! সে তো আমাকে চিনে ফেলেছে—এতো আর ফিরবে না—সে যে আমাকে চিনে ফেলেছে ! দিন রাত্রি যে সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, সেই মর্ম্ম-বিদারী জাগরণের ভিতর দিয়েই যাবে। সে হাস্‌লে আমার মনে হবে—ঐ বুঝি সে মনে মনে বল্‌ছে—"জানি, জানি তোমার ছলনা—তোমাকে চিনেছি !" কথা প্রসঙ্গে অন্য কারু সম্বন্ধে এরূপ কথা হলে—তখনই আমার মনে শিউরে উঠ্‌বে, বুঝি সে অন্যের নাম দিয়ে আমাকেই জানিয়ে দিচ্ছে 'জানি, জানি পুরুষ জাতিই এম্নি' "জানি তোমার ছলনা—তোমাকে চিনেছি।" বাতাস আমার কাণের কাছে এই কথাই গুণ গুণ করে যাবে—সে তোমাকে চিনে ফেলেছে—আকাশে এই লেখাই দেখ্‌ব—সে তোমাকে চিনে ফেলেছে। তার সঙ্গে চোখে চোখে দৃষ্টির ভয় এড়িয়ে চুপি চুপি তার ঘুমন্ত মূর্ত্তিখানি প্রাণের ভয়ে দেখে যখন মনের ক্ষুধা মিটাতে যাব, তখনও সে নিদ্রিত ছবি নীরব

ভাষায় বল্‌বে "দুশ্চরিত্র ! একটি ভদ্র নারীকে তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাতে পেরেছিলে—কিন্তু এখন সে তোমাকে চিনে ফেলেছে"। না, না, না, না !

(শিশির জিনিষ নিঃশেষ করিয়া ফেলিল) এই শেষ—শেষ। (ঘড়ীর দিকে দেখাইয়া) এই সময়েই মধু-পুরে আমরা দুটিতে বাগানে বেড়াতুম—আমরা দুটি স্বামী-স্ত্রী—উপন্যাসের প্রেমিক প্রেমিকার মতন। (জানালার পর্দ্দা তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া) আকাশ—এই—শেষবার—আকাশ। (সোফাতে ঢলিয়া পড়িল) ক্লান্ত—বড় ক্লান্ত ! (আবার উঠিয়া অস্থির পদে টেবিলের কাছে গেল) বিনোদ বাবুর—কাছে—একটু লিখে যাই—। (লিখিতে প্রবৃত্ত) এক ছত্র—জানাই তাকে—বিষ—খবর—(হাত হইতে কলম পড়িয়া গেল) [মাথা সুমুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল] আলো যেন নিভে যাচ্ছে—আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না—আলোক—জেগে উঠে এটা শেষ করব—একটু বিশ্রাম। কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া সোফার উপর পড়িয়া গেল) আজ রাত্রিতে ঘুমোব। আর কথা ফুট্‌ছে না—লতিকা—লতি—প্রাণের লতি—এখনও ক্ষমা—।

(লতিকা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তার পাশে জানু পাতিয়া বসিল)

লতিকা। ওগো, আমি এসেছি! (নীহার অল্প যেন চোখ খুলিল—এবং অল্প মাথা তুলিয়া লতিকার দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর, আবার তার মাথা শান্ত ভাবে নীচে পড়িয়া গেল।) ওগো, আমি ফিরে এসেছি। আমরা দুজনে এক, দুজনে মিলে অতীতের প্রায়শ্চিত্ত করব। আমি শুধু তোমার স্ত্রীই হব—বিচারক হব না—যে নূতন জীবনের কথা তুমি বলেছিলে—এখন থেকে দুজনে চল—তাই সুরু করি। ওগো, শুন্‌তে পাচ্ছ? (নীহারের হাত হইতে কাগজের টুক্‌রা পড়িয়া গেল, লতিকা দেখিতে পাইয়া—কুড়াইয়া তুলিয়া পড়িল) ওগো! ওগো! না, না! চাও আমার দিকে! ওঃ! (লতিকা নীহারকে জড়াইয়া ধরিল,) প্রিয়! প্রিয়! প্রিয়তম!

(যবনিকা)